ধর্ম্ম-সুধা

---- ঃ . ঃ -----

DHARMA SUDHA

শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির
সঙ্কলিত ও অনুদিত

------ ঃ . ঃ ------

১০-০৮-১৯৯৪ ইং:।

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

বিজ্ঞপ্তি

ভগবান বুদ্ধের অমৃত বাণী একান্ত হিতকর, সুখকর ও কল্যাণজনক। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম শিক্ষা করা এবং ধর্ম্মের নীতি সমূহ পালন করা, ইহাই মানব জীবনের একমাত্র সার্থকতা। পূর্ব্বে যেই 'বুদ্ধ-বন্দনা' পুস্তক ছাপান হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। অনেকে তাহা চাহিতেছেন বটে, কিন্তু পাইতেছেন না। এইবার 'বুদ্ধ-বন্দনার' নূতন রূপ দেওয়া হইল।

এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বুদ্ধ-বন্দনা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দেওয়া হইয়াছে। মূল পালির সহিত অনুবাদ সংযোগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুত্র পিটকের অন্তর্গত 'খুদ্দকপাঠ' অনুবাদসহ দেওয়া হইয়াছে। এই 'খুদ্দক পাঠ' পালি আদ্যপরীক্ষার পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহা জন সাধারণের পক্ষেও অত্যন্ত উপকারী বিষয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে নির্ব্বাণ ও মার্গ সম্বন্ধে নূতন ভাবধারায় রূপকের মধ্যে বিবৃত করা হইয়াছে। কারণ তাহা পরমার্থ ধর্ম্ম, মানবের ভাষায় তাহার স্বরূপ বর্ণনা দুঃসাধ্য। এই জন্য যাহাতে সাধারণে সহজে বুঝিতে পারে, তজ্জন্য ব্যবহারিক সত্যের দিক্ দিয়া রূপকের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। তৎপরে রূপক বিষয়টি তুলনা করিবার জন্য পরমার্থ বিষয়টি সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রকৃত ভাবধারা '**প্রজ্ঞা-ভাবনা**' নামক পুস্তকে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমানে কাগজের দুর্ম্মূল্যতা হেতু পুস্তক ছাপান কষ্টকর হইয়াছে। আমার প্রিয় শিষ্য আসাম নিবাসী শ্রীমৎ শীলবংশ স্থবিরের অর্থসাহায্যে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। তজ্জন্য আমি তাহার চিরমঙ্গল কামনা করি। এখন এই পুস্তকের দ্বারা জনসাধারণের উপকার সাধিত হইলেই আমি সুখী।

ইতি—

গ্রন্থকার

ধর্ম্ম-সুধা

প্রথম পরিচ্ছেদ

(বন্দনা)

বুদ্ধ-বন্দনা

১। নমো তস্স ভগবতো অরহতোসম্মাসম্বুদ্ধস্স (তিনবার)।

অনুবাদ :—সেই ভগবান অর্হত সম্যক্ সম্বুদ্ধকে (আমার) নমস্কার।

২। ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিস-দম্ম-সারথি সত্থা দেব-মনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি।

অনুবাদ :—"ইতিপি" অর্থ এই—এই কারনে। সো ভগবা—সেই ভগবান। অর্থাৎ এই সমস্ত কারণে—যেই ভগবান অরহৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যা চরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ), পুরুষ-দম্য-সারথি অদমিত লোককে দমিত বা বিনীত করিয়া মুক্তির পথে আনয়নের বা পরিচালনের উপযুক্ত সারথি-নায়ক), দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা-শাসক, বুদ্ধ ভগবান।

৩। বুদ্ধং জীবিত—পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

অনুবাদ :—জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন আমি বুদ্ধের শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ করিতেছি।

৪। যে চ বুদ্ধা অতীতা চ
যে চ বুদ্ধা অনাগতা
পচ্চুপ্পন্না চ যে বুদ্ধা
অহং বন্দামি সব্বদা।

অনুবাদ :—অতীত কালে যে সকল বুদ্ধ ছিলেন, ভবিষ্যতে যে সকল বুদ্ধ হইবেন এবং বর্ত্তমানে (বর্ত্তমান ভদ্রকল্পে) যে সকল বুদ্ধ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি সর্ব্বদা বন্দনা করি—অবনত মস্তকে নমস্কার করি।

৫। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং,
বুদ্ধো মে সরণং বরং।
এতেন 'সচ্চ-বজ্জেন
হোতু মে জয়-মঙ্গলং।

অনুবাদ :—আমার আর অন্য কোনও শরণ-বা আশ্রয় নাই, বুদ্ধই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ। এই সত্য বাক্যদ্বারা আমার জয় ও মঙ্গল হউক্।

৬। উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং
পাদপংসু বরুত্তমং।
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো,
বুদ্ধো খমতু তং মমং।

অনুবাদ :—ভগবান বুদ্ধের শ্রীপাদধূলা আমার উত্তমাঙ্গ শিরে ল আমি তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি। যদি আমি বুদ্ধের প্রতি অজ্ঞানত বশতঃ কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, তবে হে ভগবন! আমাকে ক্ষমা করুন।

অষ্টবিংশতি (২৮ জন) বুদ্ধ-বন্দনা

১। বন্দে 'তণ্হঙ্করং' বুদ্ধং
বন্দে 'মেধঙ্করং' মুনিং
'সরণঙ্করং' মুনিং বন্দে
'দীপঙ্করং' জিনং নমে।

অনুবাদ :—আমি 'তণ্হঙ্কর' বুদ্ধকে বন্দনা করি, 'মেধঙ্কর' মুনিকে এবং 'দীপঙ্কর' জিনকে (বুদ্ধকে) বন্দনা করি।

২। বন্দে কোণ্ডঞ্ঞ-সত্থারং
বন্দে মঙ্গল-নায়কং
বন্দে সুমন-সম্বুদ্ধং
বন্দে রেবত-নায়কং।

অনুবাদ :—আমি 'কোণ্ডঞ্ঞ' (কোণ্ডাণ্য) শাস্তাকে (বুদ্ধকে) বন্দনা করি, মঙ্গল নায়ককে (মঙ্গল বুদ্ধকে), সুমন সম্বুদ্ধকে এবং রেবত নায়ককে (রেবত বুদ্ধকে) বন্দনা করি।

৩। বন্দে 'সোভিত' সম্বুদ্ধং
'অনোমদস্সিং' মুনিং নমে,
বন্দে 'পদুম' সম্বুদ্ধং
বন্দে 'নারদ' নায়কং।

অনুবাদ :—আমি 'শোভিত' সম্বুদ্ধকে বন্দনা করি, অনোমদর্শী মুনিকে, 'পদুম' সম্বুদ্ধকে এবং নারদ নায়ককে (নারদ বুদ্ধকে) বন্দনা করি।

৪। 'পদুমুত্তরং' মুনিং বন্দে
বন্দে 'সুমেধ' নায়কং
বন্দে 'সুজাত' সম্বুদ্ধং
'পিয়দস্সিং' মুনিং নমে।

অনুবাদ :—আমি 'পদুমুত্তর' মুনিকে বন্দনা করি, সুমেধ নায়ককে, সুজাত সম্বুদ্ধকে এবং প্রিয়দর্শী মুনিকে নমস্কার করি।

৫। অত্থদস্সিং মুনিং বন্দে
'ধম্মদস্সিং' জিনং নমে,
বন্দে সিদ্ধত্থ সত্থারং
বন্দে তিস্স মহামুনিং।

অনুবাদ :—আমি অর্থদর্শী মুনিকে বন্দনা করি, ধর্ম্মদর্শী জিনকে, সিদ্ধার্থ শাস্তাকে (বুদ্ধকে) এবং তিষ্য মহামুনিকে বন্দনা করি।

৬। বন্দে ফুস্স মহাবীরং
বন্দে বিপস্সি-নায়কং
সিখিং মহামুনিং বন্দে
বন্দে 'বেস্সভূ' নায়কং।

অনুবাদ :—আমি 'ফুস্স' মহাবীরকে ('ফুস্স' নামক বুদ্ধকে) বন্দনা করি, 'বিপস্সী' নায়ককে, সিখী মহামুনিকে এবং 'বেস্সভূ' নায়ককে বন্দনা করি।

৭। ককুসন্ধং মুনিং বন্দে
বন্দে কোনাগমন নায়কং

কস্‌সপং সুগতং বন্দে
বন্দে গোতম নায়কং

অনুবাদ :—আমি ককুসন্ধ' মুনিকে বন্দনা করি, 'কোনাগমন' নায়ককে (বুদ্ধকে), 'কস্‌সপ' সুগতকে (কশ্যপ বুদ্ধকে) এবং 'গোতম' নায়ককে (গৌতম বুদ্ধকে) বন্দনা করি।

৮। অট্‌ঠবীসতিমে বুদ্ধা
নিব্বাণ'মত দায়কা,
নমামি সিরসা নিচ্চং,
তে মে রক্‌খন্তু সব্‌বদা।

অনুবাদ :—এই অষ্ট বিংশতি (২৮ জন) বুদ্ধ নির্ব্বাণ-অমৃত দাতা। আমি তাঁহাদিগকে নিত্য অবনতশিরে অভিবাদন করি নমস্কার করি। তাঁহারা সর্ব্বদা আমাকে আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করুন্—পুনর্জন্ম-দুঃখ হইতে আমাকে মুক্ত করুন্।

ধর্ম্ম-বন্দনা

১। স্বাক্‌খাতো ভগবতা ধম্মো সন্দিট্‌ঠিকো অকালিকো
এহি-পস্‌সিকো ওপনায়িকো পচ্চত্তং বেদিতব্বো
বিঞ্ঞূহী'তি।

অনুবাদ :—সু+আক্‌খাতো=স্বাক্‌খাতো, ইহার অর্থ সুন্দররূপে আখ্যাত—ব্যাখ্যাত। ভগবতা—ভগবান কর্ত্তৃক। ধম্মো—ধর্ম্ম, এস্থলে

বুদ্ধ-বাক্য ত্রিপিটকসহ নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্মই দ্রষ্টব্য, লোকোত্তর চারি মার্গ, চারি ফল ও নির্ব্বাণ এই নয় প্রকার ধর্ম্মকে নব লোকোত্তর ধর্ম্ম বলে। ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত বা প্রকাশিত হইয়াছে। সন্দিটিঠকো—স্বয়ং দ্রষ্টব্য, জ্ঞান চক্ষুদ্বারা দর্শনের যোগ্য, চারি আর্য্যসত্য লোকোত্তর মার্গ-জ্ঞানের বিষয়ীভূত, এজন্য এই ধর্ম্ম—"সং (স্বয়ং)+ দিটিঠকো=সন্দিটিঠকো" অর্থাৎ স্বীয় মার্গ-জ্ঞানের দর্শন যোগ্য, অথবা সম্যক্ দৃষ্টি বা সত্য দৃষ্টি, লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি (সম্যক জ্ঞান) যদ্দারা চারি আর্য্য সত্য প্রত্যক্ষ করা হয় অকালিকো,—নকালিকো=অকালিকো, অকালিক ধর্ম্ম (লোকোত্তর মার্গচিত্ত) যাহার ফল প্রদানে দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা করেনা, লোকোত্তর মার্গ চিত্ত-উৎপত্তির পরক্ষণেই (বিথিচিত্ত নিয়মে) ইহার ফল-চিত্ত উৎপন্ন হয়, এ জন্য এই লোকোত্তর মার্গ-চিত্তকে অকালিক ধর্ম্ম বলে। এই মার্গ-চিত্তসহজাত জ্ঞানকে মার্গ-জ্ঞান বলে, যাহাদ্বারা রাগ-দ্বেশ-মোহাদি দশবিধ ক্লেশ বা রিপু দূরীভূত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই চারি আর্য্য সত্যের দর্শন লাভ হয়। কেবল মার্গ বলিলে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গ এই চতুর্ব্বিধ মার্গকেই বুঝায়। এই চতুর্ব্বিধ মার্গের চতুর্ব্বিধ ফল, যথা—স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী ফল এবং অর্হৎফল। উক্ত চারি প্রকার মার্গ এই চারি প্রকার ফল প্রদান করিতে বেশী সময় লাগে না, মার্গ-চিত্ত বা মার্গ-জ্ঞান উৎপত্তির ঠিক্ পরক্ষণেই ইহার ফল-চিত্ত বা ফল-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে লোকোত্তর মার্গ-চিত্ত বা মার্গ-জ্ঞান অকালিক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। এহি-পস্সিকো—এহি—পস্স="এস এবং দেখ" এইরূপ বলিয়া যোগ্য ধর্ম্ম—সত্যধর্ম্ম, এজন্য লোকোত্তর মার্গ 'এহি-পস্সিক" ধর্ম্ম। ওপনায়িকো —নির্ব্বাণে উপনয়ন করে বা আনয়ন করে এই অর্থে লোকোত্তর মার্গ "ওপনায়িক" বা ঔপনায়ক ধর্ম্ম, অথবা মার্গ-জ্ঞানের দ্বারা নির্ব্বাণ

সাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাহা দর্শনের বিষয়, এজন্য নির্ব্বাণ "ওপনায়িক" বা ঔপনায়ক ধর্ম্ম। পচ্চত্তং—প্রত্যেকে, নিজে নিজে। বেদিতব্বো—জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতব্য, জানিবার বিষয়। বিঞ্ঞূহি—বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক। অর্থাৎ নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক নিজ নিজ জ্ঞানে জানিবার বিষয়।

২। ধম্মং জীবিত-পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

অনুবাদ :—যাবজ্জীবন আমি ধর্ম্মের শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ করিতেছি।

৩। যে চ ধম্মা অতীতাচ,
যে চ ধম্মা অনাগতা,
পচ্চুপ্পন্না চ যে ধম্মা,
অহং বন্দামি সব্বদা।

অনুবাদ :—অতীত কালে যে সকল বুদ্ধ-ধর্ম্ম ছিলেন, ভবিষ্যতে যে সকল বুদ্ধ-ধর্ম্ম হইবেন এবং বর্ত্তমানে (বর্ত্তমান ভদ্রকল্পে) যে সকল বুদ্ধ-ধর্ম্ম আছেন, সেই সকল ধর্ম্মকে আমি সর্ব্বদা বন্দনা করি—অবনত মস্তকে নমস্কার করি।

৪। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং
ধম্মো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন
হোতু মে জয়-মঙ্গলং।

অনুবাদ :—আমার আর অন্য কোনও শরণ (আশ্রয়) নাই, ধর্ম্মই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ। এই সত্য বাক্যদ্বারা আমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৫। উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং
ধম্মঞ্চ তিবিধং বরং।
ধম্মে যো খলিতো দোসো,
ধম্মো খমতু তং মমং।

অনুবাদ :—লোকোত্তর মার্গ, ফল ও নির্ব্বাণ এই ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে আমি উত্তমাঙ্গ শিরে বন্দনা করি। যদি আমি ধর্ম্মের প্রতি অজ্ঞানতা বশতঃ কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে হে ধর্ম্ম! আমাকে ক্ষমা করুন।

সঙ্ঘ-বন্দনা

১। সুপটিপন্নো ভগবতো সাবক-সঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবক-সঙ্ঘো, সামীচি পটিপন্নো ভগবতো সাবক-সঙ্ঘো, যদিদং চত্তারি পুরিস-যুগানি, অট্ঠ পুরিস-পুগ্গলা, এস ভগবতো সাবক-সঙ্ঘো, আহুণেয়্যো পাহুণেয়্যো দক্খিণেয়্যো অঞ্জলীকরণীয়্যো অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা'তি।

অনুবাদ :—(১) সুপটিপন্নো—সুপ্রতিপন্ন, সুপ্রতিপদায় প্রতিপন্ন, "সুপ্রতিপদা" অর্থ উত্তম পথ, "প্রতিপন্ন" অর্থ গিয়াছেন। অর্থাৎ যাঁহারা শীল-সমাধি-বিদর্শনরূপ উত্তম প্রতিপদায় (শ্রেষ্ঠ মার্গে) প্রতিপন্ন হইয়া—

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম্ম সাধনা করিয়া নির্ব্বাণ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ (আর্য্যশিষ্য সঙ্ঘ)।

(২) উজুপটিপন্নো—উজুপ্রতিপদায় প্রতিপন্ন, বুদ্ধ কর্ত্তৃক দেশিত—প্রদর্শিত প্রতিপদাই (আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই) উজুপ্রতিপদা যাঁহারা এইরূপ সোজা পথে চলিয়া বা নিয়মিতভাবে ধর্ম্ম সাধনা করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ।

(৩) ঞায়পটিপন্নো—'ঞায়' অর্থ নির্ব্বাণ, যাঁহারা নির্ব্বাণ লাভের জন্য প্রতিপন্ন হইয়া—নির্ব্বাণ-পথে সাধনা করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ। অথবা 'ঞায় অর্থ ন্যায়, যাঁহারা ন্যায় পথে (আর্য্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গে) চলিয়া পুনর্জন্ম-দুঃখের অবসান করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ।

(৪) সমিচিপটিপন্নো—সমীচীন্ প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হইয়া অর্থাৎ উপযুক্ত পথে (আর্য্য অষ্টাঙ্গিক্ মার্গে) ধর্ম্মসাধনা করিয়া যাঁহারা অর্হত্ব-ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ (আর্য্যশিষ্যসঙ্ঘ)। সুতরাং দেখা যায়, বহুবিধ কুপথ বা বিপরীত পথের মধ্যে সু, উজু, ন্যায় এবং সমীচীন্ এই চারি প্রকার বিশেষণে বিশিষ্ট পথই সুপথ, উজুপথ, ন্যায়পথ ও সমীচীন্ পথ; ইহাই নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র সুপথ বা সুপ্রতিপদা—যাহা শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়, নির্ব্বাণ-সাক্ষাৎকারের ইহাই অষ্টাঙ্গিক্ মার্গ। "অষ্টাঙ্গিক্ মার্গ" অর্থ অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট মার্গ। সেই অষ্টবিধ বিশেষগুণ এই :—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। অতএব এই রকম শ্রেষ্ঠ পথে চলিয়া যাঁহারা আর্য্য শ্রাবক হইয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ :—স্রোতাপত্তি মার্গস্থ পুদ্গল (আর্য্যপুরুষ)

ও স্রোতাপত্তি-ফলস্থ পুদ্‌গল এই এক যুগল (এক যোড়া)। সকৃদাগামী মার্গস্থ পুদ্‌গল ও সকৃদাগামী ফলস্থ পুদ্‌গল এই এক যুগল। অনাগামী মার্গস্থ ও অনাগামী ফলস্থ পুদ্‌গল এই এক যুগল। এবং অরহৎমার্গস্থ ও অর্‌হৎফলস্থ পুদ্‌গল এই এক যুগল বা এক যোড়া। সুতরাং দুই দুইজন যোড়া হিসাবে মোট চারি যুগল এবং এক একজন সংখ্যা হিসাবে সমুদায় আটজন পুদ্‌গল (আর্য্য পুরুষ), অর্থাৎ আট প্রকার আর্য্যশ্রাবক সঙ্ঘ। ভগবান বুদ্ধের এই শ্রাবক সঙ্ঘই—'আহুনেয়্যো" ইহার অর্থ আহুনের যোগ্য অর্থাৎ পূজার পাত্র—চীবরাদি প্রত্যয়দানের যোগ্য পাত্র। "পাহুনেয়্যো"—পুনপ্পুনঃ পূজা করিবার যোগ্য পাত্র, দূর হইতেও তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া, অথবা নিজে দূরে যাইয়াও তাঁহাদিগকে দান করিবার জন্য দানের উপযুক্ত পাত্র। "দক্‌খিণেয়্যো"—দক্ষিণার যোগ্য, 'দক্ষিণা' অর্থ দান, প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াদি দানময় পুণ্যকর্ম্মে দান করিবার উপযুক্ত পাত্র। "অঞ্জলীকরণীয়ো"—দুই হাত জোড় করিয়া অবনত মস্তকে নমস্কার করিবার যোগ্য পাত্র। অনুত্তরং—অনুত্তর, শ্রেষ্ঠ। পুঞ্ঞক্‌খেত্তং—পুণ্যক্ষেত্র, পুণ্যবীজ বপন করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র—প্রচুর শস্য উৎপাদনের উর্ব্বরা ভূমি সদৃশ। লোকস্‌স—লোকের, দেব-মনুষ্যাদি জীবগণের। ইহার ভাবার্থ :—ভগবান্ বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ জীবলোকে দানের উপযুক্ত পাত্র, পূজার পাত্র, নমস্কারের যোগ্য এবং তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। কাজেই সেই আর্য্য শ্রাবক সঙ্ঘের গুণাবলী সর্ব্বদা স্মরণ করা—অন্তরে জাগাইয়া রাখা মহাপুণ্য। ইহাকে বলে 'সঙ্ঘানুস্মৃতি-ভাবনা"। সঙ্ঘের গুণ আবলম্বন বা অবলম্বন করিয়া ভাবনা করিলে বা ধ্যান করিলে, তাহাতে উপচার-সমাধি বশে চিত্ত সমাহিত হয়—একাগ্র হয় এবং লোভ-দ্বেষ-মোহাদি দূরে সরিয়া যায়, ইহাতে চিত্ত শান্ত হয় এবং বিদর্শন ভাবনার যোগ্য হয়। এইরূপ শান্ত

চিত্তে সাধক পুনঃ বিদর্শন-ভাবনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ক্রমান্বয়ে দশবিধ বিদর্শন জ্ঞানলাভের পর লোকোত্তর স্রোতাপত্তি মার্গ-ফলাদি লাভ করেন—পুনর্জন্ম-দুঃখের অবসান করেন তিনি অর্হৎ, লোকে অগ্র পূজনীয় এবং দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র। এইরূপ বুদ্ধের গুণ ও নবলোকোত্তর ধর্ম্মের গুণও স্মরণীয়। ইহাকে বলে 'বুদ্ধানুস্মৃতি' ও 'ধর্ম্মানুস্মৃতি' ভাবনা। অন্ততঃ পক্ষে সকালে ও বৈকালে বুদ্ধরত্ন, ধর্ম্মরত্ন ও সঙ্ঘরত্ন এই ত্রিরত্নের গুণাবলী স্মরণ করিয়া—অন্তরে জাগাইয়া উপাসনা বা বন্দনা করাও মহাপুণ্য।

২। সঙ্ঘং জীবিত পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি

অনুবাদ :—আমি যাবজ্জীবন সংঘের শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ করিতেছি।

৩। যে চ সঙ্ঘা অতীতা চ,
যে চ সঙ্ঘা অনাগতা,
পচ্চুপ্পন্না চ যে সঙ্ঘা
অহং বন্দামি সব্বদা।

অনুবাদ :— অতীতকালে বুদ্ধদিগের যেসকল শ্রাবকসংঘ ছিলেন, ভবিষ্যতে বুদ্ধগণের যেসকল শ্রাবকসংঘ হইবেন এবং বর্ত্তমান ভদ্রকল্পে বুদ্ধগণের যেসকল শ্রাবকসংঘ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি সর্ব্বদা অভিবাদন করিতেছি।

৪। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং
সঙ্ঘো মে সরণং বরং
এতেন সচ্চ বজ্জেন হোতুমে জয়মঙ্গলং।

অনুবাদ :— আমার আর অন্য কোনও শরণ বা আশ্রয় নাই,

ভগবান বুদ্ধের শ্রাবকসংঘই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ এই সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৫। উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং সঙ্ঘঞ্চ দ্বিবি ধুত্তমং,
সঙ্ঘে য়ো খলিতো দোসো, সঙ্ঘো খমতুতং মমং।

অনুবাদ :—লোকোত্তর মার্গস্থ ও ফলস্থ দ্বিবিধ উত্তম-সংঘকে আমি উত্তমাঙ্গ শিরে বন্দনা করি। যদি আমি সংঘের প্রতি অজ্ঞানতা বশত কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, তবে হে সংঘ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

উপাধ্যায়-আচার্য্যাদিসহ ত্রিরত্ন-বন্দনা

বুদ্ধ ধম্মা চ পচ্চেকবুদ্ধ-সঙ্ঘা চ সামিকা
দাসো'বহমস্মি মেতেসং গুণং ঠাতু সিরে সদা,
তিসরণং তিলক্খণুপেক্খং নিব্বাণমন্তিমং
সুবন্দে সিরসা নিচ্চং, লভামি তিবিধমহং।
তিসরণঞ্চ সিরে ঠাতু, সিরে ঠাতু তিলক্খণং
উপেক্খা চ সিরে ঠাতু, নিব্বাণং ঠাতু মে সিরে।
বুদ্ধে সকরুণে বন্দে, ধম্মে পচ্চেকসম্বুদ্ধে
সঙ্ঘে চ সিরসায়েব, তিধা নিচ্চং নমম্যহং।

নমামি সত্থুনোবাদ অপ্পমাদ-বচনন্তিমং
সব্বেপি চেতিয়ে বন্দে উপজ্ঝাচরিয়ে মমং।
ময়্হং পণামতেজেন, চিত্তং পাপেহি মুচ্চতং।

অনুবাদ :—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, পচ্চেকবুদ্ধ ও সঙ্ঘ তাঁহারা আমার প্রভু এবং আমি তাঁহাদের অধম সেবক। তাঁহাদের গুণ আমার শিরে সর্ব্বদা থাকুক্। ত্রিশরণ, পঞ্চস্কন্ধ বা 'নাম রূপের' অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা লক্ষণ ত্রিলক্ষণ; সংস্কারোপেক্ষা অর্থাৎ ত্রিলোকস্থ সংস্কারপুঞ্জের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা লক্ষণ দেখিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা-জ্ঞান বা তীব্র উদাসীনভাব এবং নির্ব্বাণ, এই সমুদায়কে আমি অবনত শিরে সদা বন্দনা করি। আমি যেন লোকোত্তর মার্গ, ফল ও নির্ব্বাণ এই ত্রিবিধ ধর্ম্মলাভ করিতে পারি। ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ, উপেক্ষা এবং নির্ব্বাণ আমার শিরে থাকুক্। দয়াময় বুদ্ধ, ধর্ম্ম, পচ্চেকবুদ্ধ ও সঙ্ঘকে আমি কায়-মনো-বাক্যে ও অবনত মস্তকে নিত্য নমস্কার করি। ভগবানের মহাপরিনির্ব্বাণ সময়ে তাঁহার অন্তিম উপদেশ "অপ্রমাদ" বচনকে আমি নমস্কার করিতেছি। সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ-ধাতু, বোধিবৃক্ষ ও বুদ্ধরূপ এই ত্রিবিধ চৈত্যকে আমি বন্দনা করিতেছি। আমার উপাধ্যায় ও আচার্য্যগণকে আমি বন্দনা করিতেছি। আমার এই প্রণামের তেজে অর্থাৎ প্রণামময় পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা আমার চিত্ত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হউক্।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খুদ্দক-পাঠ

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

—*—

সরণত্তয়ং।

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি
দুতিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
দুতিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি
দুতিয়ম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি
ততিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ততিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি
ততিয়ম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি

—:•:—

দস সিক্খাপদং।

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি
অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি

অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি
মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি
সুরা-মেরেয়-মজ্জ-পমদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি
বিকাল ভোজন বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি
নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্‌সনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি
মালা-গন্ধ বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসনট্‌ঠানা বেরমণী
সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি
উচ্চাসয়ন-মহাসয়না বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি
জাতরূপ-রজত-পটিগ্‌গহণা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

দ্বত্তিংসাকারো

অত্থি ইমস্মিং কায়ে কেসা, লোমা, নখা, দন্তা,
তচো, মংসং নহারু, অট্‌ঠি,অট্‌ঠিমিঞ্জং, বক্কং
হদয়ং, য়কনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্‌ফাসং,
অন্তং, অন্তগুণং, উদরিয়ং, করীসং, পিত্তং, সেম্‌হং,
পুব্বো, লোহিতং, সেদো, মেদো, অস্‌সু, বসা, খেলো,
সিঙ্ঘানিকা, লসিকা, মুত্তং মথলুঙ্গন্তি।

অনুবাদ :—কায়গত স্মৃতি ভাবনাকরী নিজের শরীরে কি আছে, তাহা মনোযোগের সহিত দেখেন—জ্ঞানপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করেন :—এই শরীরে আছে—কেশ (মাথায় চুল), লোম, নখ, দন্ত, ত্বক্, মাংস

স্নায়ু, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক (মূত্র শোধক যন্ত্র বিশেষ), হৃদয় (হৃৎপিণ্ড), যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র (আঁতুড়ি), অন্ত্রগুন (অন্ত্র বেষ্টনী শ্বেতবর্ণ পর্দ্দাবিশেষ), উদরিয় (উদরস্থ বা পাকস্থলীর ভুক্ত দ্রব্য), পুরীষ (বিষ্টা), পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁয, রক্ত স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্ব্বি, লালা, (থুথু), সিঙ্ঘানক (শিখনী), লসিকা (গ্রন্থীতৈলবিশেষ), মূত্র, এবং মস্তকে মগজ।

ভাবার্থ :—যেই কায়া বা শরীরের প্রতি আমাদের এত স্নেহ-মমতা এবং যাহাকে নিয়াই "আমি বা আমার" বলিয়া যেইরূপ ধারনা করিয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে সেই শরীরে স্নেহ মমতা করিবার তেমন শুচি, সুন্দর ও সুগন্ধ বস্তু আছে কিনা অথবা, "আমি বা আমার" বলিয়া যেই ধারণা তাহা সত্য কিনা এখন বিচার করিয়া দেখিব। এইরূপ সম্যক্ সঙ্কল্প করিয়া সাধকগণ যে জ্ঞানযোগে শরীরকে বিভাগ করিয়া দেখেন—এক একটি পদার্থ নিয়া বিচার করেন, মীমাংশা করেন এবং তাহাতে চিত্ত সমাহিত করেন, ইহাকেই বলে "সতিপট্‌ঠান" কায়গতানু বা কায়গতানু-স্মৃতিভাবনা ও বিদর্শন ভাবনা। সমাধি ভাবনায় চিত্ত সমাহিত হয় বা একাগ্র হয়, প্রথম ধ্যান লাভ হয় আর বিদর্শন ভাবনায় ক্রমান্বয়ে লৌকিক ও লোকোত্তর জ্ঞান লাভ হয়—নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার হয়; অবিদ্যা, তৃষ্ণা, মিথ্যা দৃষ্টি প্রভৃতি দশবিধ কিলেস (ক্লেশ বা রিপু) সমূলে ধ্বংশ হয়, পুনর্জন্ম বারণ হয়, জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-আদি সব দুঃখেরই নিরোধ হয়। তখন "নিব্বাণং পরমং সুখং" অর্থাৎ নির্ব্বাণ পরম সুখ—চির শান্তি। তাহা লাভ করিবার জন্যই এই কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করা। আচ্ছা, এখন দেখা যাউক্ এই শরীরে কি আছে। এই শরীরে আছে—কেশ (মাথার চুল), লোম, নখ দন্ত ইত্যাদি বত্রিশ প্রকার অশুচি ও দুর্গন্ধ পদার্থ ভিন্ন অন্য কোনও শুচি ও সুগন্ধ বস্তু

তাহাতে কিছুই নাই। সুতরাং সেই অশুচি দুর্গন্ধ পদার্থগুলির সৌন্দর্য্যও কিছুমাত্র নাই, যাহার প্রতি মন মোহিত হইতে পারে। তাহা হইলে ইহা সত্য যে, সেই বত্রিশ প্রকার পদার্থের সবই অশুচি, দুর্গন্ধ, বিশ্রী ও ঘৃণিত।

আবার দেখা যাউক্ "আমি" ইহা কি বা ইহার রূপ কি রকম। আমাদের প্রত্যেকের এক একটা শরীর কেশাদি বত্রিশ রকম পচা-দুর্গন্ধ পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত এক একটি আকৃতি বিশেষ—মূর্ত্তি বিশেষ। এইরূপ পচা-দুর্গন্ধ মূর্ত্তির উপরি কোমল চর্ম্মদ্বারা আবৃত, পুনঃ এই চর্ম্মোপরি তদপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম ও মসৃণ চর্ম্মদ্বারা আচ্ছন্ন, পুনঃ তদুপরি লাল, কাল, শ্বেতাদি মিশ্রবর্ণ বা রং দ্বারা রঞ্জিত, আবার তদুপরি নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত। এইরূপ বিচিত্র মূর্ত্তিতেই 'অন্ধপুথুজ্জন' (অজ্ঞানী) ব্যক্তিগণের ভ্রান্ত ধারণা হয়—"আমি বা আমার" বলিয়া। বত্রিশ রকম পচা দুর্গন্ধ জিনিষের সমবায়ে গঠিত মূর্ত্তিতে "আমি ও আমার" বলিয়া এই যে শরীরময় সমূহ ভাবের উপলব্ধি ইহা ভ্রান্ত ধারণা—মিথ্যাজ্ঞান, ইহাকেই বলে "সক্কায়দিট্‌ঠি" (সৎকায়দৃষ্টি, আত্মদৃষ্টি)। এই "সক্কায়দিট্‌ঠি" হইতেই শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদ বশে ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি। এইরূপে নানাদিট্‌ঠি, নানামত, বিবিধ বিবাদ-বিসংবাদাদি অশান্তি-অনলের বিভীষিকার সৃষ্টি। এস্থলে বিষয়টী আরো বিশদরূপে জানিবার জন্য এই প্রসঙ্গে পাঠকগণের সম্মুখে একটা উপমা উপস্থিত করা হইতেছে। এই যে পুতুল-নাচ, বোধহয় অনেকে দেখিয়াও থাকিবেন। সিনেমা-রা থিয়েটার হলে অভিনয়মঞ্চের মত মঞ্চ তৈয়ার করিয়া তাহাতে বাজিকরেরা পুতুল-নাচের তামাসা দেখাইয়া থাকে। তাহারা কাঠ, খরকুটাদিদ্বারা ঠিক মানুষের মত অনেকগুলি মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া রাখে। ইহাদের মধ্যে প্রায় পুরুষ, স্ত্রী, বালক ও বালিকা মূর্ত্তি থাকে। বাজিকরেরা রাত্রে

লাইটের সাহায্যে ঐ রকম মঞ্চে পুতুলের দ্বারা অভিনয় করে। বাজি-করদের সঙ্কেতে পুতুলগুলি অবিকল নর্ত্তক-নর্ত্তকী ও গায়ক-গায়িকাদের মত নাচে, গায়, পার্ট কহে, বক্তৃতা করে, যুদ্ধ করে, নানা মোশান দেখায় আরও কত রকম করে। দর্শকবৃন্দ তাহা দেখিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া যায়। তামসার পরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখুন—তখন আর সেই পুতুলও নাই, সেই সাজও নাই। সাজগুলি খুলিয়া এক স্থানে রাখিয়াছে আর পুতুলের টুকুরা কাঠগুলিও খুলিয়া অন্যত্র স্তূপ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। সেইরূপ আমাদের প্রত্যেকের এক একটা শরীরও এক একটা পুতুল বিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে; কিন্তু এই পুতুল ৩২ রকম অশুচি-দুর্গন্ধ জিনিষে গঠিত। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টিআদি দশ প্রকার কিলেস (প্রবঞ্চক ক্লেশ-মার) প্রলোভনে ভুলাইয়া মনকেও তাহাদের দলভুক্ত করিয়াছে, কেবল তাহা নহে তাহাকে সেই দলের কর্ত্তাও করিয়াছে। এই লীলাময় কর্ত্তা 'মনবাজীকর' এই দেহরূপী পুতুলকে নিয়া এখন কত রকম লীলা করিতেছে। সেই বাজীকরের ইঙ্গিতে এই দেহ-পুতুলও উঠা-চলা-বসা-শোয়া এই চারি ইর্য্যাপথে থাকিয়া না করিতেছে এমন কোন লীলাও বাকী নাই।

তবে এইরূপ পুতুল নাচ কাহারা দেখিতে পান? যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু আছে, তাঁহারাই এইসব তামসা নিত্য দেখিতে পান—অপরে নহে। আর সব "অন্ধপুথুজ্জন" অচেতন পুতুল সদৃশ, "উম্মত্তকোবিয়"—উন্মাদ্ তুল্য। যিনি দৃঢ়বীর্য্য সাধক, তিনি এই কায়গতানুস্মৃতি ভাবনায় আত্মনিয়োগ করিয়া "দুক্খস্সন্তং করোতি" পুনর্জন্ম দুঃখের অবসান করেন, নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার করেন। অতএব এই 'সতিপট্ঠান' ভাবনায় বা কায়গতস্মৃতি ভাবনায় মনোনিবেশ করা নির্ব্বাণকামীদের কর্ত্তব্য, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

কুমার (সামণের) পঞ্হা

(কুমার-প্রশ্ন)

নিদান

ভগবানের সময়ে "সোপাক" নামে একজন সাত বৎসর মাত্র বয়স্ক কুমার (শিশু) প্রব্রজ্যাধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই অরহৎ হইয়াছিলেন। তখন সেই ছোট শ্রামণেরের উপসম্পদা অনুজ্ঞা করিবার ইচ্ছায় কয়েকটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে সামর্থ্য ও তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পাইবার জন্য ভগবান তাঁহাকে এক একটা করিয়া ক্রমে দশটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনিও নিপুণতার সহিত সমুদায় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ভগবানও তখন প্রীতি-চিত্তে "তুমি এখন হইতে উপসম্পন্ন ভিক্ষু" এইমাত্র বলিয়া সেই সোপাক শ্রামণেরের উপসম্পদা অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মে পূরিত পারমী এমন অল্প বয়স্ক শ্রামণেরের অরহত্ব-ফলপ্রাপ্তি আশ্চর্য্য বটে! এইরূপ পুণ্যাত্মপুরুষের নিষ্কলঙ্ক জীবনই ধন্য! সার্থক তাঁহার প্রব্রজ্যা !! তিনি শিশু বটে, কিন্তু জ্ঞানের প্রতীক্। যেই সব জটিল প্রশ্ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই ত্রিপিটকের সারতত্ত্ব— শীল, সমাধি, বিদর্শন ও লোকোত্তর জ্ঞান সম্বন্ধীয় গভীর বিষয়। এইরূপ কঠিন পরীক্ষায় তিনি দক্ষতার সহিত উর্ত্তীর্ণ হইয়া অপূর্ণ বিংশতি বৎসর বয়সেই ভগবানের নিকট বিশুদ্ধ উপসম্পদায় উপসম্পন্ন হইয়াছিলেন। পরে তিনি "আয়স্মা সোপাকথেরো" নামে ভগবানের অসীতি মহাশ্রাবক সঙ্ঘের মধ্যে এক বিশিষ্ট পদেও উন্নীত হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন ও উত্তর

১। এক নাম কিং ? সব্বে সত্তা আহারট্‌ঠিতিকা।

অনুবাদ :— প্রশ্ন—একনামে কি বুঝায় ?

উত্তর। সমস্ত প্রাণী একমাত্র আহারেই স্থিত, ইহাই বুঝায়।

২। দ্বে নাম কিং ? নামঞ্চ রূপঞ্চ।

প্রশ্ন। দুই নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। 'নাম' ও 'রূপ' ইহাই বুঝায়।

ইহার ভাবার্থ :—পরমার্থ ধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে এই শরীরে আছে—রূপ, বেদনা- সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধ, এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি মাত্র। পুনঃ ইহাকে আরো সঙ্ক্ষেপে আনিতে হইলে—বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধ, এই চারি স্কন্ধকে একত্রে 'নাম' এবং রূপস্কন্ধকে 'রূপ' বলা হয়। সুতরাং এই শরীরে আছে মাত্র—"নাম ও রূপ" এই দুই পরমার্থ ধর্ম্ম। তাহা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা।

৩। তীনি নাম কিং ? তিস্‌সো বেদনা।

প্রশ্ন। তিন নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। ত্রিবিধ বেদনা। ইহার অর্থ—সুখবেদনা, দুঃখবেদনা ও উপেক্ষাবেদনা, এস্থলে 'বেদনা' অর্থ—অনুভূতি।

৪। চত্তারি নাম কিং ? চত্তারি অরিয়-সচ্চানি।

প্রশ্ন—চারি নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। চারি আর্য্য সত্য, ইহাই বুঝায়। ইহার অর্থ—দুঃখ সত্য,

দুঃখের হেতু সত্য, দুঃখ-নিরোধ সত্য ও দুঃখ-নিরোধের উপায় সত্য (আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সত্য)।

৫। পঞ্চ নাম কিং ? পঞ্চুপাদানক্খন্ধা।

প্রশ্ন। পঞ্চ নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। পঞ্চ উপাদান স্কন্ধকেই বুঝায়।

ইহার অর্থ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধ, এই পাঁচ প্রকার স্কন্ধকে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ বলে। এস্থলে 'উপাদান' অর্থ—অবিদ্যা, তৃষ্ণাদি দশবিধ ক্লেশের (রিপুর) উৎপত্তিস্থান বা আশ্রয়ভূত রূপ, বেদনাদি পঞ্চ স্কন্ধই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ নামে কথিত হয়।

৬। ছ নাম কিং ? ছ অজ্ঝত্তিকানি আয়তনানি।

প্রশ্ন। ছয় নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনকে বুঝায়। ইহার অর্থ—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন আয়তন, এই ছয় প্রকার আয়তন অর্থাৎ ষড়ায়তন বা ষড়েন্দ্রিয়।

৭। সত্ত নাম কিং ? সত্ত বোজ্ঝঙ্গা।

প্রশ্ন। সাত নামে কি বুঝায় ? সপ্ত বোধ্যঙ্গই বুঝায়।

ইহার অর্থ—স্মৃতি, ধর্ম্মবিচয় (স্বভাব-ধর্ম্ম বা নাম-রূপের বিচার, যথার্থ নির্ণয়) বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি, শারীরিক ও মানসিক বিবিধ অস্বস্তির উপশম), সমাধি ও উপেক্ষা এই সাতটী বোধি অর্থাৎ লোকোত্তর জ্ঞান লাভের অঙ্গস্বরূপ বা কারণস্বরূপ), এজন্য ইহাদের নাম বোধ্যঙ্গ (বোধি + অঙ্গ)' তাহা সাত প্রকার বলিয়া উপরে উক্ত হইল।

৮। অট্ঠ নাম কিং ? অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো।

প্রশ্ন। আট নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। আর্য্য অষ্টাঙ্গিক্ মার্গ ই বুঝায়। ইহার অর্থ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি।

৯। নব নাম কিং ? নব সত্তাবাসো।

প্রশ্ন। নয় নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। নয় সত্ত্বাবাসই বুঝায়। ইহার অর্থ—ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীর আকার প্রকার, চিত্ত-সঙ্কল্প বা মনের চিন্তাধারাদি বিবিধ অবস্থা নিয়াই প্রাণী সকল নয়ভাগে বিভক্ত, এই নয় প্রকার ভাগই নয় সত্ত্বাবাস নামে অভিহিত হয়। সেই নয় ভাগ এই :—

১। নানাত্বকায়—নানাত্বসংজ্ঞী, ইহাদের শরীরের আকৃতি ও মনের অবস্থা বিভিন্ন প্রকার, যথা—মনুষ্য, কোন কোনও দেবতা, কোন কোনও অসুর।

২। নানাত্বকায়—একত্বসংজ্ঞী, ইহাদের শরীরের আকৃতি বিভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু মনের অবস্থা প্রায় এক, নানারকম সঙ্কল্পনা—পরিকল্পনা বা বিবিধ চিন্তাধারা ইহাদের নাই। স্থান ও জাতিভেদে তাহাদের স্বাভাবিক চিন্তা কেবল আপন সুখ বা দুঃখ নিয়াই। যথা—প্রথম ধ্যান-লব্ধ রূপ-ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মগণ, নরকবাসী, তীর্য্যগ্ জাতি, প্রেতলোকবাসী ও অসুরলোকবাসী জীবগণ।

৩। একত্বকায়—নানাত্বসংজ্ঞী, ইঁহাদের শরীরের আকৃতি এক রকম, কিন্তু মনের অবস্থা বিভিন্ন রকম, যথা—দ্বিতীয় ধ্যান-লব্ধ রূপব্রহ্ম-লোকবাসী ব্রহ্মগণ।

৪। একত্বকায়—একত্বসংজ্ঞী, ইহাদের শরীরের আকৃতি এক রকম এবং মনের অবস্থাও একরকম, যথা—তৃতীয় ধ্যান-লব্ধ রূপব্রহ্ম-লোকবাসী ব্রহ্মগণ।

৫। অসংজ্ঞসত্ব, চতুর্থ ধ্যান-লব্ধ রূপ ব্রহ্মলোকের একটা অংশ বিশেষ। এই স্থানে উৎপন্ন জীবগণের (ব্রহ্মগণের) সংজ্ঞা নাই বা চিত্ত নাই, ইঁহারা চিত্ত-চৈতসিক শূন্য—কেবল রূপস্কন্ধ মাত্র।

৬। আকাশানন্তায়তন সত্ব—ইঁহারা প্রথম অরূপব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা। ইহাদের রূপস্কন্ধ নাই, আছে কেবল বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধ, এই চারিপ্রকার স্কন্ধ, অর্থাৎ ইঁহাদের ভৌতিক দেহ নাই, কেবল চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্ম মাত্র বিদ্যমান। অনন্ত আকাশই তাঁহাদের অবলম্বন।

৭। বিজ্ঞানানন্তায়তন সত্ব—ইঁহারা দ্বিতীয় অরূপ ব্রহ্ম লোক-বাসী ব্রহ্মা। ইঁহাদেরও রূপস্কন্ধ নাই, আছে কেবলচিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্ম মাত্র। অনন্ত আকাশজাত অনন্ত বিজ্ঞানই তাঁহাদের অবলম্বন।

৮। আকিঞ্চন্যায়তনসত্ব,—ইঁহারা তৃতীয় অরূপ ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা। ইঁহাদেরও রূপস্কন্ধ নাই, কেবল চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্মমাত্র বিদ্যমান। এইস্থানে তাঁহাদের অনন্ত বিজ্ঞানেরও অভাব—ইহার কিঞ্চিৎমাত্রও নাই অর্থাৎ শূন্য, এই প্রকার শূন্যতাই তাঁহাদের অবলম্বন।

৯। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনসত্ব,—ইঁহারা চতুর্থ অরূপ ব্রহ্মলোক-বাসী ব্রহ্মা। ইঁহাদেরও রূপস্কন্ধ নাই। বেদনা সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধভেদে এই চারি স্কন্ধ তাঁহাদের আছেও বা নাইও অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম ও নিষ্ক্রিয় ভাবেই আছে।

১০। দস নাম কিং ? দসহঙ্গেহি সমন্নাগতো অরহাতি বুচ্চতি।

প্রশ্ন। দশ নামে কি বুঝায় ?

উত্তর। দশবিধ গুণধর্ম্মসম্পন্ন পুদ্‌গল অর্হৎ নামে আখ্যাত হন।

ইহার অর্থ—অর্হতের দশবিধগুণধর্ম্ম এই ঃ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ বিমুক্তি।

মঙ্গলসুত্তং

(মঙ্গল সূত্র)

ভূমিকা

"যং মঙ্গলং দ্বাদসসু চিন্তয়িংসু সদেবকা,
সোত্থানং নাধিগচ্ছন্তি, অট্‌ঠতিংসঞ্চ মঙ্গলং,
দেসিতং দেবদেবেন সব্বপাপ-বিনাসনং,
সব্বলোক-হিতত্থায় মঙ্গলং তং ভণাম হে।"

অনুবাদ। দেবতা ও মনুষ্যগণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়াও যেই মঙ্গল জানিতে পারেন নাই, সর্ব্ব পাপ বিনাশক সেই আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল দেব-দেব সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ কর্ত্তৃক দেশিত হইয়াছে। সকল লোকের হিতের জন্য সেই মঙ্গল সমূহ বর্ণনা করিতেছি।

সূত্রারম্ভ

"এবং মে সুতং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তবণ্ণা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায় অজ্ঝভাসি।"

অনুবাদ :—আয়ুষ্মান্ আনন্দ স্থবির প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন-সময়ে মহাকশ্যপ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন :—ভগবানের সম্মুখে আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি—এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরীর সন্নিকটে 'জেতবন' নামক উদ্যানে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্ম্মিত মহাবিহারে বাস করিতেছিলেন। তখন অতি উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট এক দেবতা নিজের শরীরের আলোকে সমুদয় জেতবন আলোকিত করিয়া শেষ রাত্রে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গাথায় বলিলেন :—

১। বহূদেবা মনুস্সাচ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং,
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ :—ইহ ও পরকালে হিত-সুখের আকাঙ্ক্ষা করিয়া বহু দেবতা ও মনুষ্য মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিরূপ কর্ম্ম করিলে মঙ্গল হয়, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারেন নাই। সেই উত্তম মঙ্গল সমূহ কিরূপ, আপনি তাহা দয়া করিয়া বলুন।

দেবতার আরাধনায় ভগবান বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন ঃ—

২। আসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীয়ানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ ঃ—পাপী অজ্ঞানী লোকের সেবা না করা—কুসংসর্গে বাস না করা, পণ্ডিত জ্ঞানীগণের সেবা করা—তাঁহাদের সংস্রবে থাকা এবং পূজনীয় ব্যক্তিগণের পূজা করা, (এই তিনটী) উত্তম মঙ্গল।

৩। পতিরূপ দেসবাসো চ পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা,
অত্ত-সম্মাপনিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ ঃ—প্রতিরূপ দেশে বাস অর্থাৎ সদ্ধর্ম্ম বিরাজমান দেশে বাস করা, পূর্ব্বজন্মেকৃত পুণ্য (অতীত জন্মেকৃত পুণ্যকর্ম্ম যেমন ইহজন্মে হিত-সুখাবহ হয়, তেমন ইহজন্মেকৃত পুণ্যকর্ম্মও ভবিষ্যৎ জন্মে হিত-সুখাবহ হইয়া থাকে। কাজেই ভবিষ্যৎ জন্মে হিত-সুখের জন্য তৎপূর্ব্বেই বর্ত্তমান জন্মে পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাখা), আত্মহিত ও পরহিতের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হওয়া অথবা শীল, সমাধি ও বিদর্শন ভাবনায় আত্মনিয়োগ করা, (এই তিনটীও) উত্তম মঙ্গল।

৪। বাহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্খিতো,
সুভাসিতা চ য়া বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ ঃ—ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুশ্রুততা বা তাহাতে পারদর্শীতা লাভ করা, নির্দ্দোষ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং হিতকর মিষ্টবাক্য বলা, (এই চারিটিও) উত্তম মঙ্গল।

৫। মাতা-পিতু উপট্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সঙ্গহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ :—মাতা-পিতার সেবা করা, ভরণ-পোষণ ও সদুপদেশাদি দ্বারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উপকার করা, কৃষিকর্ম্ম-গোপালন-বানিজ্যকর্ম্মাদি নিষ্পাপ ব্যবসা করা, (এই তিনটীও) উত্তম মঙ্গল।

৬। দানঞ্চ ধম্মচরিয়া চ ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো,
অনবজ্জানি কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ :— দান দেওয়া, দশ অকুশল কর্ম্মপথ বর্জ্জন করিয়া দশ কুশল কর্ম্মপথরূপ সুচরিত ধর্ম্ম পালন করা অথবা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ধর্ম্মাচরণ করা, অন্ন-বস্ত্র ও সদুপদেশাদি দ্বারা জ্ঞাতিগণের উপকার করা এবং নিষ্পাপ কর্ম্ম সমূহ করা অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম দোষাবহ নহে—হিতাবহ তাহা সম্পাদন করা, (এই চারিটিও) উত্তম মঙ্গল।

৭। আরতি বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো,
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু এতং মঙ্গলমুত্তমং

অনুবাদ :—মানসিক পাপে আরতি অর্থাৎ অনাসক্তি, কায়িক ও বাচনিক পাপ হইতে বিরতি বা পাপ পরিত্যাগ, মদ্যপানে সংযম (মদ, গাঁজা, ভাং ইত্যাদি নেশাদ্রব্য সেবন না করা), এবং প্রমাদ বা মোহ পরিত্যাগ করিয়া সতত অপ্রমত্তভাবে দান, শীল, ভাবনাদি পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন করা, (এই চারিটীও) উত্তম মঙ্গল।

৮। গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্‌ঠী চ কতঞ্ঞুতা,
কালেন ধম্মস্‌সবনং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ :—গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, অপর সজ্জনের নিকট নম্রতা প্রকাশ, অন্ন-বস্ত্রাদি চতুর্ব্বিধ প্রত্যয়ের মধ্যে যখন যেইরূপ পাওয়া

যায় তখন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারী ব্যক্তির উপকার স্বীকার করা এবং সময় মতে ধর্ম্ম শ্রবণ করা, (এই পাঁচটীও) উত্তম মঙ্গল।

৯। খন্তী চ সোবচস্সতা সমণানঞ্চ দস্সনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ :— ক্ষমা বা সহিষ্ণুতা, আপন চরিত্র সম্বন্ধে বা আচার-ব্যবহারে দোষ দেখিয়া গুরুজন কিম্বা সৎসঙ্গীদের মধ্যে কেহ সদুপদেশ দিলে তাহা অবনত মস্তকে অনুমোদন করা—সাদরে গ্রহণ করা, শীলবান ও জ্ঞানবান শ্রমণগণকে দর্শন করা এবং সময় মতে ধর্ম্ম চর্চ্চা করা বা ধর্ম্ম বিষয় আলোচনা করা, (এই চারিটীও) উত্তম মঙ্গল।

১০। তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্সনং,
নিব্বান সচ্ছিকিরিয়া চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ :—লোভ, দ্বেষ, মোহাদি পাপ সকল বিনাশের জন্য তপস্যা করা অথবা ইন্দ্রিয় সংবরণ শীল রক্ষা করা, ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম পালন করা, চারি আর্য্যসত্য জ্ঞানচক্ষুতে দর্শন করা এবং নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার করা, (এই চারিটীও) উত্তম মঙ্গল।

১১। ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ :—লাভ, অলাভ, যশঃ, অযশঃ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্ম্মদ্বারা যাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় না, যাঁহার চিত্ত শোকহীন, যাঁহার চিত্ত রাগ-দ্বেষ-মোহ-রূপ রজশূন্য এবং যাঁহার চিত্ত ভয়শূন্য (এই গাথায় অরহতের বিমুক্ত চিত্ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে), এই চারিটীও উত্তম মঙ্গল।

১২। এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা,
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি।

অনুবাদ :—উপরে যেসকল মঙ্গল কর্ম্মের কথা বলা হইল, সে সকল মঙ্গল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া দেব ও মনুষ্যগণ সর্ব্বত্র জয় ও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের (দেবতা ও মনুষ্যগণের) উত্তম মঙ্গল।

রতনসুত্তং

(রত্নসূত্র)

ভূমিকা

কোটিসত সহস্সেসু চক্কবালেসু দেবতা,
যস্সাণং পটিগণ্হন্তি যঞ্চ বেসালিয়ং পুরে।
রোগামনুস্স-দুব্ভিক্খ-সম্ভুতং তিবিধং ভয়ং,
খিপ্পমন্তরধাপেসি পরিত্তং তং ভণাম হে।

অনুবাদ :—শত সহস্র কোটী চক্রবালবাসী দেবতাগণ যেই রত্নসূত্রের আদেশ প্রতিপালন করেন এবং যেই রত্নসূত্র পাঠে বৈশালী নগরীতে রোগভয়, অমনুষ্যভয় ও দুর্ভিক্ষভয় এই তিন প্রকার ভয় শীঘ্রই দূরীভূত হইয়াছিল, সেই রত্নসূত্র পাঠ করিতেছি।

সূত্রারম্ভ

১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানিব অন্তলিক্‌খে,
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু
অথোপি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং।

অনুবাদ :—ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যে সকল দেবতা ও ব্রহ্মা এখানে সমাগত হইয়াছ, তোমরা সকলেই সন্তুষ্ট হও এবং আমার বাক্য মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সব্বে
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজায়,
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মা হি নে রক্‌খথ অপ্পমত্তা।

অনুবাদ :— বুদ্ধের বাণী জগতে অতি দুর্লভ। এই হেতু, হে দেব-ব্রহ্মগণ! তোমরা সকলে আমার উপদেশ মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, মনুষ্যগণের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করিয়া তাহাদের হিত-সুখ কামনা কর। তাহারা দিবা-রাত্র তোমাদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান করিয়া পূজা করে। এই কারণে তোমরা অপ্রমত্ত হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর।

৩। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা
সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং,
ননো সমং অত্থি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :— মনুষ্যলোকে বা নাগলোকে যাহা কিছু মূল্যবান মণি-মুক্তাদি রত্ন আছে, অথবা দেবলোকে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, তাহাদের কোনটাই তথাগত বুদ্ধের সমান নহে। সেই সকল রত্ন হইতে বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যদ্বারা শুভ হউক।

৪। খয়ং বিরাগং অমতং পণীতং
যদজ্ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো,
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :—লোকোত্তর সমাধিতে সমাহিত চিত্ত শাক্যমুনি যেই লোভ-দ্বেষ-মোহক্ষয়, বিরাগ ও পরম অমৃতপদ (নির্ব্বাণ) লাভ করিয়াছেন (জ্ঞানবলে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন), সেই নির্ব্বাণ ধর্ম্মের সমান কিছুই নাই। ত্রিলোকের সমস্ত মূল্যবান ধন বা রত্ন হইতে এই ধর্ম্মরত্নই শ্রেষ্ঠ (এস্থলে নির্ব্বাণ ধর্ম্মকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে)। এই সত্য বাক্য দ্বারা শুভ হউক।

৫। যং বুদ্ধসেট্ঠো পরিবণ্ণয়ী সুচিং
সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু,
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি,
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :—ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ যেই শুচি (রাগ-দ্বেষাদি ময়লাহীন, পবিত্র) লোকোত্তর মার্গ-সমাধির (মার্গচিত্তের) প্রশংসা করিয়াছেন এবং

যেই মার্গ-চিত্ত-উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনা অন্তরায়ে স্বাভাবিক নিয়মেই উহার ফল-চিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ পবিত্র আর্য্যমার্গ-সমাধির (মার্গ চিত্তের) সমান অন্য কোনও সমাধি নাই অর্থাৎ আর্য্যমার্গ-জ্ঞান সদৃশ অন্য কোন জ্ঞান নাই। জাগতিক্ সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই ধর্ম্ম রত্নই (এস্থলে আর্য্যমার্গ ধর্ম্মকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে) শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্য দ্বারা শুভ হউক।

৬। যে পুগ্‌গল অট্‌ঠসতং পসত্থা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি,
তে দক্‌খিণেয্যা সুগতস্‌স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্‌ফলানি
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :—যেই অষ্টবিধ আর্য্য পুদ্‌গল (আর্য্য পুরুষ) বুদ্ধাদি সৎপুরুষ কর্ত্তৃক প্রশংসিত, যাঁহারা চারি মার্গস্থ ও চারি ফলস্থ ভেদে চারি যুগল (যোড়), তাঁহারা সুগতের (বুদ্ধের) শ্রাবক এবং দক্ষিণার (দানের) উপযুক্ত পাত্র। তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল (মহৎপুণ্য) লাভ হয়। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই আর্য্য সঙ্ঘরত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্যবাক্য দ্বারা শুভ হউক।

৭। যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্‌হেন
নিক্কামিনো গোতম সাসনম্‌হি,
তে পত্তি-পত্তা অমতং বিগয্‌হ

লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :—বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া যাঁহারা শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সমাধিতে দৃঢ় (নিশ্চল) চিত্ত এবং বিদর্শন- ভাবনায় রাগ-দ্বেষ-মোহাদি ক্লেশমুক্ত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা শীল-সমাধি- বিদর্শনরূপ সাধন-পথে সাধনা করিয়া অমৃতপদ (নির্ব্বাণ) সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। তাঁহারা এখন বিনামূল্যে লব্ধ নির্ব্বাণসুখ উপভোগ করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহারা (অর্হৎগণ) ফল-সমাপত্তি (নির্ব্বাণসমাধি) লাভ করিয়া নির্ব্বাণ সুখ অনুভব করিতেছেন। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই সঙ্ঘ রত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যদ্বারা শুভ হউক।

৮। যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিয়া
চতুব্বি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো,
তথুপমং সপ্পুরিস বদামি
যো অরিয় সচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি,
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :—যেমন ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত ইন্দ্রখীল (নগরদ্বারস্থ স্তম্ভবিশেষ) চতুর্দ্দিকের প্রবল বায়ুতেও কম্পিত হয় না। যিনি চতুরার্য্য সত্য প্রজ্ঞা-চক্ষুতে স্পষ্টরূপে দর্শন করিতেছেন, তেমন সেই সৎপুরুষকেও আমি উক্ত ইন্দ্রখীলের সহিত তুলনা করি (অর্থাৎ তিনিও ইন্দ্রখীলের ন্যায় অচলঅটল)। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই সঙ্ঘরত্নও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যবাক্যদ্বারা শুভ হউক।

৯। যে অরিয়সচ্চানি বিভাবয়ন্তি
গম্ভীর পঞ্ঞেন সুদেসিতানি,
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা
ন তে ভবং অট্ঠম আদিয়ন্তি,
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু

অনুবাদ :—গভীর প্রাজ্ঞ বুদ্ধ কর্ত্তৃক সুদেশিত চারি আর্য্যসত্যকে যাঁহারা জ্ঞানের গোচরীভূত করেন (জ্ঞান-চক্ষুতে দর্শন করেন.) তাঁহাদের কেহ কেহও অত্যন্তপ্রমত্তভাবে থাকিলেও অষ্টম বার ভবে জন্ম গ্রহণ করেন না—সপ্তম জন্মেই বিদর্শনভাবনা করিয়া অরহত্ব-ফল লাভ করেন এবং আয়ুশেষে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই সঙ্ঘ-রত্নও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যবাক্যদ্বারা শুভ হউক।

১০। সহাবস্স দস্সন সম্পদায়
তয়স্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি,
সক্কায়দিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ
সীলব্বতং বাপি যদত্থি কিঞ্চি
চতূহপায়েহিচ বিপ্পমুত্তো
ছচাভিঠানানি অভব্বো কাতুং,
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :—স্রোতাপন্ন পুরুষের স্রোতাপত্তি-মার্গ-জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সক্কায়দিট্ঠিসহ (শাশ্বতবাদ সহিত) অপর যাহা কিছু মিথ্যাদৃষ্টি

(৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি), যাহাকিছু সংশয় (২৪ প্রকার সংশয়) এবং যাহা কিছু শীল-ব্রত (গোশীল গোব্রত, কুক্কুটশীল-কুক্কুটব্রতাদি নানাবিধ মিথ্যা শীল-মিথ্যাব্রত) এই তিন প্রকার মিথ্যা ধর্ম্ম (সৎকায়-দৃষ্টি, সংশয় ও শীলব্রত) দূরীভূত হয়। তিনি চারি অপায় (নরক, তির্য্যকযোনি, প্রেতলোক ও অসুরলোক) হইতে বিমুক্ত, এবং ছয় প্রকার (মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অরহৎহত্যা, বুদ্ধের পাদ হইতে রক্তপাত, বুদ্ধের শরণ ব্যতীত অন্য শরণ গ্রহণ ও সঙ্ঘভেদ) মহাপাপ (গুরুতর পাপ)করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পার্থিব ধন বা রত্ন হইতে এই সঙ্ঘ রত্নও শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যদ্বারা শুভ হউক।

১১। কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা,
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছদায়
অভব্বতা দিট্ঠপদস্স বুত্তা,
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :—তিনি (স্রোতাপন্ন পুরুষ) কায়, বাক্য বা মনের দ্বারা ভুলক্রমে কচিৎ কোন ক্ষুদ্র পাপ করিলেও, তাহা গোপন করিতে পারেন না। কারণ নির্ব্বাণদর্শী স্রোতাপন্ন পুরুষের পক্ষে স্বভাবতঃ সামান্য পাপও গোপনকরা সম্ভব নহে। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই সঙ্ঘ রত্নও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যবাক্য দ্বারা শুভ হউক।

১২। বনপ্পগুম্বে যথ ফুস্সিতগ্গে
গিম্হান মাসে পঠমস্মিং গিম্হে,

তথূপমং ধম্মবরং অদেসয়ী
নিব্বানগামিং পরমং হিতায়,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :—গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে (চৈত্রমাসে, বসন্তকালে) বন-গুল্মে বৃক্ষ-লতাদির শাখা-প্রশাখাসমূহ যেমন প্রস্ফুটিত নানা ফুলে শোভিত হয়, সেইরূপ স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি নানাবিধ হিতকর ধর্ম্মবিষয়ে পরিশোভিত ও নির্ব্বাণগামী মার্গদীপক ত্রিপিটক ধর্ম্ম দেব, মনুষ্যাদি জীবগণের হিতের জন্য ভগবান বুদ্ধ প্রচার করিয়াছেন। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যদ্বারা শুভ হউক।

১৩। বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহরো
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসয়ী,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :—বর (শ্রেষ্ঠ), বরজ্ঞ (নির্ব্বাণজ্ঞ) বরদ (বিমুক্তি-সুখ দাতা), বর (উত্তম প্রতিপদা বা মার্গ) আহরণকারী, অনুত্তর (শ্রেষ্ঠবুদ্ধ) শ্রেষ্ঠধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, অর্থাৎ বহুকল্প দুষ্কর সাধনা করিয়া ভগবান বুদ্ধ যেই নির্ব্বাণ ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, তাহা তিনি সর্ব্বলোকের হিতের জন্য জগতে প্রচার করিয়াছেন বিশেষার্থ এই :—শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণ ও নির্ব্বাণলাভের শ্রেষ্ঠ প্রতিপদা (মার্গ) দেশনা করিয়াছেন-প্রচার করিয়াছেন

সর্ব্বজীবের মুক্তির জন্য। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যদ্বারা শুভ হউক।

১৪। খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আয়াতিকে ভবস্মিং,
তে খীণ বীজা অবিরূল্হিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :—যাঁহারা অরহত্ব-ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পুরাতন কর্ম্ম ক্ষীণ (বিনষ্ট) হইয়াছে, আর নূতন কর্ম্মের উৎপত্তি নাই, পুনর্জন্মে তাঁহাদের আসক্তি নাই, তাঁহাদের পুনর্জন্মের কর্ম্ম-বীজ বিনষ্ট এবং তৃষ্ণামূল উৎপাটিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানবান অরহৎগণ এই প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া থাকেন। ত্রিলোকের সমস্ত ধন বা রত্ন হইতে এই সঙ্ঘ-রত্নও শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্যদ্বারা শুভ হউক।

১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমনুস্সা-পূজিতং
বুদ্ধং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ :—তৎপর দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেনঃ- যেসকল দেব-মনুষ্য এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, আসুন্ আমরা সকলে মিলিয়া দেব-মনুষ্যাদি সকলের পূজনীয় তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করি। আমাদের নমস্কারের ফলে সকলের শুভ হউক।

১৬। য়ানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা য়ানিব অন্তলিক্‌খে,
তথাগতং দেবমনুস্‌সা-পূজিতং
ধম্মং নমস্‌সাম সুবথি হোতু।

১৭। য়ানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা য়ানিব অন্তলিক্‌খে,
তথাগতং দেবমনুস্‌সা-পূজিতং
সঙ্ঘং নমস্‌সাম সুবথি হোতু।

অনুবাদ :—১৬ ও ১৭ নম্বর গাথা দুইটির অনুবাদও ১৫ নম্বর গাথার অনুবাদের মত দ্রষ্টব্য। কেবল "ধম্মং" ধর্ম্মকে এবং "সঙ্ঘং" সঙ্ঘকে নমস্কার করি এই মাত্র প্রভেদ। শেষ গাথা তিনটী দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়াছিলেন। এই সূত্র দেশনার ফলে বৈশালী নগরীতে সুবৃষ্টি হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষভয়াদি যাবতীয় উপদ্রবের উপশম এবং নগরবাসী সকলের মঙ্গল হইয়াছিল।

তিরোকুড্ডসুত্তং
(তিরোকুড্ডসূত্র)

১। তিরোকুড্ডেসু তিট্ঠন্তি সন্ধি সিঙ্ঘাটকেসুচ,
দ্বারব হাসু তিট্ঠন্তি আগন্ত্বান সকং ঘরং।

অনুবাদ :—প্রেতযোনিপ্রাপ্ত মৃত জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতির ঘরে বা নিজের ঘরে আসিয়া দেওয়ালের বাহিরে বা ঘরের কোনে বা দরজার পার্শ্বে বা এদিক্ সেদিক্ দাঁড়াইয়া থাকে, অথবা তিন চারি রাস্তার সন্ধিস্থলে (মোড়ে) আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

২। পহুতে অন্ন-পানম্হি খজ্জ-ভোজ্জে উপট্ঠিতে,
ন তেসং কোচি সরতি সত্তানং কম্মপচ্চয়া।

অনুবাদ :—জ্ঞাতিগণের ঘরে অন্ন, পানীয়, খাদ্য ও ভোজ্য প্রচুর পরিমানে প্রস্তুত থাকিতেও প্রেতগণের কৃত পাপের দরুণ জ্ঞাতিবর্গের কেহই তাহাদিগকে স্মরণ করিতেছেনা অর্থাৎ প্রেতগণের মুক্তির জন্য তাহাদের উদ্দেশ্যে জ্ঞাতিবর্গের কেহই অন্ন-বস্ত্রাদি দান দেওয়ার কথা মনেও করিতেছে না। এইরূপে প্রেতগণ অনুশোচনা করিয়া থাকে।

৩। এবং দদন্তি ঞাতীনং যে হোন্তি অনুকম্পকা,
সুচিং পণীতং কালেন কপ্পিয়ং পান-ভোজনং।

অনুবাদ :—যাহারা অনুকম্পাশীল—দয়ালু, তাহারা শুচি,সদুপায়ে লব্ধ, আর্য্যগণের পরিভোগযোগ্য উৎকৃষ্ট পানীয়, খাদ্য, ভোজ্যাদি দ্রব্য, উচিত সময়ে জ্ঞাতিপ্রেতগণের উদ্দেশ্যে এইরূপে দান করিয়া থাকে :—

৪। ইদং বো ঞাতীনং হোতু সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো,
তে চ তত্থ সমাগন্ত্বা ঞাতিপেতা সমাগতা।

৫। পহুতে অন্ন-পানম্হি সক্কচ্চং অনুমোদরে,
চিরং জীবন্তু নো ঞাতী য়েসং হেতু লভামসে।

৪,৫ **অনুবাদ** :—এইপুণ্য জ্ঞাতি প্রেতগণের হউক্ এবং জ্ঞাতিগণ সুখী হউক। তৎপর যে সকল জ্ঞাতিপ্রেত এইস্থানে (জ্ঞাতির ঘরে) সমাগত হইয়াছে, তাহারা শ্রদ্ধার সহিত এই পুণ্য অনুমোদন করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের সম্মুখে দেব-ভোগ তুল্য প্রচুর অন্ন-পানীয় বস্ত্রাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা পাইয়া প্রেতগণ আনন্দের সহিত জ্ঞাতিগণকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করে- যাহাদের কৃপায় আমরা প্রেতগণ এই ভোগসম্পত্তি লাভ করিলাম, আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ চিরজীবী হউক্- দীর্ঘকাল সুখে থাকুক।

৬। অম্হাকঞ্চ কতা পূজা দায়কাচ অনিপ্ফলা,
নহি তত্থ কসি অত্থি গোরক্খেত্ত ন বিজ্জতি।

৭। বানিজ্জা তাদিসী নত্থি হিরঞ্ঞেন কয়াক্কয়ং,
ইতো দিন্নেন য়াপেন্তি পেতা কালকতা তহিং।

৬,৭ **অনুবাদ** :—আমাদের জন্য কৃত উপকার দায়কদের পক্ষে নিষ্ফল হয় না অর্থাৎ তাহারা পূণ্য হইতে বঞ্চিত হয় না। প্রেতলোকে কৃষি নাই, গোপালনাদিও নাই, তাদৃশ বানিজ্যও সেইখানে নাই যাহাতে ভোগসম্পত্তি লাভ করা যাইতে পারে। তথায় সোনা রূপা -টাকা- পয়সাদ্বারা এমন কিছু ক্রয়-বিক্রয়ও নাই যে, যাহাদ্বারা আবশ্যকীয় বস্তু পাইতে পারে। এইখান হইতে জ্ঞাতিগণ পরলোকগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যাহা দান করে, তাহাদ্বারা তাহারা তথায় বাঁচিয়া থাকে।

৮। উন্নমে উদকং বুট্ঠং য়থা নিন্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

অনুবাদ :—উন্নত স্থানে পতিত বৃষ্টি-জল যেমন নিম্নদিকেই প্রবাহিত হয়, সেইরূপ এখান হইতে জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে সৎপাত্রে (শীলবানকে) যাহা দান করা হয়, সেই দানময় পুণ্যের প্রভাবে তাহা প্রেতদিগের নিকটেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৯। য়থা বারিবহা পূরা পরিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

অনুবাদ :—যেমন জলপূর্ণ বারিপ্রবাহ সমূহ (নদী সকল) সাগরকে পরিপূর্ণ করে, সেইরূপ এখান হইতে জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে সৎপাত্রে যাহা দান করা হয়, সেই দানময় পুণ্যের প্রভাবে তাহা প্রেতদিগের নিকটেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১০। অদাসি মে অকাসি মে ঞাতি মিত্তা সখা চ মে,
পেতানং দক্খিণং দজ্জা পুবেব কতমনুস্সরং।

অনুবাদ :—যেই প্রেতগণের উদ্দেশ্যে দান করা হইতেছে, তাঁহারা পূর্ব্বে মনুষ্যজন্মে আমার জ্ঞাতি (পিতৃকুল বা মাতৃকুল পক্ষের জ্ঞাতি) ছিলেন। তখন তাঁহারা আমাকে অন্ন, বস্ত্রাদি কত দিয়াছিলেন আমার কত রকম উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার জ্ঞাতি আমার মিত্র, আমার সহচর সখা এইরূপে তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া প্রেতাত্মাদের উদ্দেশ্যে দান করা (শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াদি করা) জ্ঞাতিগণের কর্ত্তব্য।

১১। নহি রুন্নং বা সোকো বা য়াচঞ্ঞা পরিদেবনা
নত্তং পেতানং অত্থায় এবং তিট্ঠন্তি ঞাতয়ো।

অনুবাদ :—মৃতব্যক্তিদের জন্য রোদন করা, শোক করা বিলাপকরা, অশ্রুবর্ষণাদি করা, তাহাতে প্রেতাত্মাগণের কোনও উপকার হয়না, কেবল তদ্দ্বারা তাহারা নিজেই কষ্ট পায় মাত্র।

১২। অয়ঞ্চ খো দক্‌খিণা দিন্না সঙ্ঘম্‌হি সুপ্পতিট্‌ঠিতা,
দীঘরত্তং হিতায়স্‌স ঠানসো উপকপ্পতি।

অনুবাদ :—মগধরাজ বিম্বিসার এইযে, জ্ঞাতি প্রেতাত্মাদের উদ্দেশ্যে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিলেন এবং এই দান যে সার্থক্ হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া ভগবান বুদ্ধ এই গাথায় বলিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই :— হে মহারাজ! এইযে এখন দান করা হইল, তাহা পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসঙ্ঘে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল (যেন উর্ব্বরা জমিতে ভাল বীজ বপন করা হইল)। এই দানময় পুণ্যফল আপনার মৃত জ্ঞাতি প্রেতগণ তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইল এবং ইহা দীর্ঘকাল তাহাদের হিতসাধন করিবে।

১৩। সো ঞাতিধম্মো চ অয়ং নিদস্‌সিতো,
পেতানং পূজা চ কতা উলারা।
বলঞ্চ ভিক্‌খূনমনুপ্পদিন্নং,
তুম্‌হেহি পুঞ্ঞং পসুতং অনপ্পকন্তি।

অনুবাদ :—মহারাজ, প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে যে দান করা হইল, এই দানময় পুণ্যকর্ম্মদ্বারা জ্ঞাতিধর্ম্মও পালিত হইল, প্রেতগণেরও যথেষ্ট পূজা করা হইল, ভিক্ষুগণের শরীরেও বল প্রদান করা হইল এবং আপনিও মহাপুণ্য সঞ্চয় করিলেন।

নিধিকণ্ড সুত্তং

(নিধিকণ্ড সূত্র)

১। নিধিং নিধেতি পুরিসো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে অত্থায় মে ভবিস্সতি।

অনুবাদ :—"সময়ে কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্য উপস্থিত হইলে এই ধন আমার উপকারে আসিবে" এইরূপ মনে করিয়া মানুষ ভূমি খনন করিতে ২ নীচে জল উঠে এই রকম অতি গভীর গর্ত্তে ধন পুতিয়া রাখে।

২। রাজতো বা দুরুত্তস্স চোরতো পীলিতস্স বা
ইণস্স বা পমোক্খায় দুব্ভিক্খে আপদাসু বা।

অনুবাদ :— ধনের লোভে রাজার অন্যায় আব্দার বা আদেশ, চোরের উৎপীড়ণ ও ঋণ হইতে মুক্তির জন্য এবং দুর্ভিক্ষ বা আপদ-বিপদের সময়ে এই ধন উপকারে আসিবে, এইরূপ উদ্দেশ্য করিয়া লোকে ধন পুতিয়া রাখে।

৩। তাব কনিহিতো সন্তো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
ন সব্বো সব্বদা এব তস্স তং উপকপ্পতি।

অনুবাদ :—সেইরূপ অতি গভীর (উদকস্পর্শী) গর্ত্তে ধন সুন্দররূপে নিধান করিয়া—সুরক্ষিত করিয়া রাখিলেও, কিন্তু সেই সব ধন সব সময়ে তাহার (ধনাধিকারীর) উপকারে আসে না বা তাহার হস্তগত হয় না।

৪। নিধি বা ঠানা চবতি সঞ্ঞা বাস্স বিমুয্হতি,
নাগা বা অপনামেন্তি য়ক্খা বাপি হরন্তি তং।

অনুবাদ :—যেহেতু গুপ্তধন (মাইট্) হয়তঃ কোনও কারণে স্থান-চ্যুতও হইতে পারে, স্থানটির চিহ্ন বা নিশানাও ভুলিয়া যাইতে পারে, নাগরাজাও তাহা স্থানান্তরিত করিতে পারে, অথবা অপ্রিয় উত্তরাধিকারী-গণও উহার অজ্ঞাতসারে তাহা উঠাইয়া নিতে পারে। তারও একটা বিশেষ কারণ এই—যখন পুণ্য ক্ষয় হয় (অকুশলকর্ম্ম-বিপাক উপস্থিত হয়) তখন তাহার সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫ য়স্স দানেন সীলেন সঞ্ঞমেন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইত্থিয়া পুরিসস্স বা,
চেতিয়ম্হি চ সঙ্ঘে বা পুগ্গলে অতিথীসু বা,
মাতরি পিতরি চাপি অথো জেট্ঠম্হি ভাতরি,
এসো নিধি সুনিহিতো অজেয়্যো অনুগামিকো
পহায় গমনীয়েসু এতং আদায় গচ্ছতি।

অনুবাদ :—যে কোনও স্ত্রী বা পুরুষের দান, শীল, সংযম ও দমের দ্বারা যেই পুণ্যরূপ ধন সঞ্চিত হয় সেইধন, আরও বুদ্ধমন্দির বা ধাতু-চৈত্য স্থাপন, সঙ্ঘদান, পুদ্গলিক্‌দান, অতিথিসেবা, মাতা-পিতার সেবা, কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সম্মান ও তাঁহাদের ভরণপোষণাদি সৎকার্য্যদ্বারা যেই পুণ্য সঞ্চয় করা হয়, সেই পুণ্যই প্রকৃত ধন। এতাদৃশ পুণ্যরূপ ধনই প্রকৃত পক্ষে সুনিহিত, সুরক্ষিত, অজেয় ও অনুগামী বলিয়া কথিত হয়। পার্থিব সমস্ত ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই পুণ্যধন লইয়াই মানুষ পরলোকে গমন করিয়া থাকে।

৬। অসাধারণমঞ্ঞেসং অচোরহরণো নিধি,
কয়িরাথ ধীরো পুঞ্ঞানি য়ো নিধি অনুগামিনো।

অনুবাদ :—এই পুণ্যরূপধনে অপর সাধারণের অধিকার নাই, এই ধন চোরেও চুরি করিতে পারে না। যেই পুণ্য-ধন মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই গমন করে (মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মে হিতসাধন করে—সুখ প্রদান করে), তাহা সম্পাদন করা জ্ঞানীজনের একান্ত কর্ত্তব্য।

৭। এস দেব-মনুস্সানং সব্বকামদদো নিধি,
য়ং য়দেবাভিপত্থেন্তি সব্বমেতেন লব্ভতি।

অনুবাদ :—এই পুণ্য দেব ও মনুষ্যগণের সকল বাঞ্ছাপূর্ণকারী ধন। তাহারা যাহা কিছু পাইতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা সমস্তই এই পুণ্যধনদ্বারা পাইতে পারে।

৮। সুবণ্ণতা সুস্সরতা সুসণ্ঠান-সুরূপতা,
আধিপচ্চং পরিবার সব্বমেতেন লব্ভতি।

অনুবাদ :—শরীরের সুন্দর বর্ণ (উজ্জ্বল কান্তি), সুমধুর কণ্ঠস্বর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সুগঠন, দেহের সৌন্দর্য্য, আধিপত্য এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি বহুজনপূর্ণ পরিবার, সমস্তই এই পুণ্যদ্বারা লাভ করা যায়।

৯। পদেসরজ্জং ইস্সরিয়ং চক্কবত্তি-সুখং পিয়ং,
দেবরজ্জং পি দিব্বেসু সব্বমেতেন লব্ভতি।

অনুবাদ :—প্রাদেশিক রাজ্য (ছোটরাজ্য), সাম্রাজ্য (রাজ-রাজৈশ্বর্য্য), রাজচক্রবর্ত্তীর প্রিয় সুখ এবং স্বর্গের রাজত্ব (ইন্দ্রত্ব) এই সমস্ত এক মাত্র এই পুণ্যদ্বারাই লাভ করা যায়।

১০। মানুস্সিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ য়া রতি,
য়া চ নিব্বান সম্পত্তি সব্বমেতেন লব্ভতি।

অনুবাদ :—মানুষের যাহা কিছু ভোগসম্পত্তি ও পরিবার সম্পত্তি, দেবলোকে যে দিব্যসুখ এবং পরমসুখ নির্ব্বাণ অর্থাৎ মনুষ্যসম্পত্তি, দেবসম্পত্তি ও নির্ব্বাণ সম্পত্তি এই ত্রিবিধ সম্পত্তি এক মাত্র এই পুণ্যদ্বারা লাভ করা যায়।

১১। মিত্তসম্পদমাগম্ম য়োনিসো যে পয়ুঞ্জতো,
বিজ্জা বিমুত্তি বসীভাবো সব্বমেতেন লব্ভতি।

অনুবাদ :—বুদ্ধাদি কল্যাণমিত্র (উপযুক্ত গুরু) লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশ মতে যিনি শীল-সমাধি-বিদর্শন-ভাবনায় আত্মনিয়োগ করিয়া ক্রমান্বয়ে লৌকিক্ বিদর্শন জ্ঞান, লোকোত্তর মার্গ ফল জ্ঞান এবং ঋদ্ধি বলাদি লাভ করেন, একমাত্র পুণ্যবলেই তাঁহার এই সমস্ত লাভ হইয়া থাকে।

১২। পটিসম্ভিদা বিমোক্খা চ য়াচ সাবক পারমী,
পচ্চেক-বোধি বুদ্ধভূমি সব্বমেতেন লব্ভতি

অনুবাদ :—চতুর্ব্বিধ প্রতিসম্ভিদা-জ্ঞান, অষ্ট বিমোক্ষ, শ্রাবক পারমী (অর্হত্বফল), পচ্চেকবোধি (প্রত্যেক বুদ্ধত্ব) এবং সম্যক্ সম্বোধি (সর্ব্বজ্ঞতা-জ্ঞান) এই সমস্ত একমাত্র পুণ্যবলেই লাভ হইয়া থাকে।

১৩। এবং মহিদ্ধিয়া এসা য়দিদং পুঞ্ঞ সম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি পণ্ডিতা কতপুঞ্ঞতন্তি।

অনুবাদ :—পুণ্যসম্পত্তির (কুশলকর্ম্মের) এইরূপ অসীম শক্তি! এই কারণেই বুদ্ধাদি জ্ঞানীগণ পুণ্যকর্ম্মসম্পাদনের এত প্রশংসা করিয়া থাকেন।

করণীয় মেত্ত সুত্তং

(করণীয় মৈত্রী সূত্র)

ভূমিকা

১। য়স্সানুভাবতো য়ক্খা নেব দস্সেন্তি ভিংসনং,
য়ম্হি চেবানুয়ুঞ্জন্তো রত্তিং দিবমতন্দিতো,

২। সুখং সুপতি সুত্তো চ পাপং কিঞ্চি ন পস্সতি,
এবমাদি গুণোপেতং পরিত্তং তং ভণাম হে।

অনুবাদ :—যেই পরিত্রাণ সূত্রের গুণপ্রভাবে যক্ষগণ (বৃক্ষদেবতাগণ) ভয় দর্শাইতে পারেনা, দিবা-রাত্র অপ্রমত্ত হইয়া যেই সূত্র ভাবনা করিলে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে এবং নিদ্রিত ব্যক্তি কোনও দুঃস্বপ্ন দেখে না, এইরূপ গুণযুক্ত সেই পরিত্রাণসূত্র পাঠ করিতেছি।

সুত্তারম্ভ

১। করণীয়মত্থকুসলেন য়ন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজুচ সুজুচ সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী।

অনুবাদ :—"নির্ব্বাণ-পদ শান্ত" ইহা জানিয়া বা তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগাইয়া হিতজ্ঞানসম্পন্ন ভিক্ষুর করণীয় :— শীল-সমাধি-বির্দশন প্রতিপদায় আত্মনিয়োগ অর্থাৎ মধ্যপথ অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার পক্ষে দৃঢ়বীর্য্য কুটিলতা শঠতা-প্রবঞ্চনাবিহীন, অনভিমানী, কোমল চিত্ত ও কল্যাণমিত্রগণের উপদেশে সুবাধ্য হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য।

২। সন্তুস্সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চে চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ অপ্পগব্ভো কুলেসু
অননুগিদ্ধো।

অনুবাদ :—যথালব্ধ চতুর্প্রত্যয়ে সন্তুষ্টচিত্ত সুভরণীয় (সহজে ভরণ-পোষণের সুযোগ্য পাত্র), অল্পকৃত্য (নানা কাজে সর্ব্বদা লিপ্ত না থাকিয়া কেবল বিনয়ব্রতাদি আত্মকর্ত্তব্য সম্পন্ন হওয়া), সংলঘুবৃত্তি (বহুভাণ্ডত্যাগ করিয়া কেবল শ্রমণানুরূপ অষ্ট পরিষ্কারধারী হওয়া), শান্তেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবান অপ্রগল্‌ভ (স্বেচ্ছাচারী না হইয়া বিনয়ানুরূপ আচারসম্পন্ন হওয়া) এবং গৃহস্থদের প্রতি অনাসক্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

উপরে দুই গাথায় যাঁহারা নির্ব্বাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের করণীয় বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া এখন তাঁহাদের অকরণীয় বিষয়ও নির্দ্দেশ করিবার জন্য ভগবান বলিলেন :—

৩। ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞূ পরে
উপবদেয্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সব্বে সত্তা ভবন্তু
সুখিতত্তা।

অনুবাদ :—এমন কোনও হীন আচরণ করিওনা, যাহাতে বিজ্ঞগণ নিন্দা করিতে পারেন।

উপরে সাড়ে তিন গাথায় ("বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয্যুং" পর্য্যন্ত) করণীয় ও অকরণীয় বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৎপরে দেবতাদির ভয় নিবারণের জন্য পরিত্রাণ এবং কর্ম্মস্থানের জন্য মৈত্রী ভাবনা নির্দ্দেশ করিয়া ভগবান বলিলেন :—

৪। যে কেচি পাণ-ভূতত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্ঝিমা রস্সকা অণুকা থূল্যা।

অনুবাদ :—যে সকল প্রাণী সভয় বা নির্ভয়, দীর্ঘ বা হ্রস্ব, বড় বা মধ্যম, ক্ষুদ্র বা স্থূল আছে, তাহারা সকলেই সুখী হউক্।

৫। দিট্ঠা বা যে চ অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা।

অনুবাদ :—অথবা যে সকল প্রাণী দৃশ্য (চক্ষে দেখা যায়) বা অদৃশ্য (চক্ষে দেখা যায় না), যাহারা দূরে বাস করে বা কাছে বাস করে এবং যাহারা জন্মিয়াছে বা পরে জন্মিবে অর্থাৎ যাহারা মাতৃগর্ভে অথবা ডিম্বের ভিতরে আছে, তথা হইতে পরে বহির্গত হইবে, তাহারা সকলেই সুখী হউক্।

৬। ন পরো পরং নিকুব্বেথ নাতিমঞ্ঞেথ
কত্থচি নং কিঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স
দুক্খ মিচ্ছেয্য।

অনুবাদ :—একে অন্যকে বঞ্চনা করিওনা কাহাকেও অবজ্ঞা করিওনা, কোথাও আক্রোশ বা হিংসা বশতঃ কাহারও অনিষ্ট কামনা করিওনা।

৭। মাতা য়থা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সব্ব ভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

অনুবাদ :—মাতা যেমন নিজের জীবন দিয়াও তাঁহার এক মাত্র পুত্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তেমন সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব আপন চিত্তে পোষণ করিও।

৮। মেত্তঞ্চ সব্ব লোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরং অসপত্তং

অনুবাদ :—উর্দ্ধদিকে, অধোদিকে, পূর্ব্বাদি চারিদিকে ও চারি কোণে অর্থাৎ দশদিকে, সমস্ত জীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী ভাবনা করিও। এইরূপে মৈত্রী ভাবনা করিতে করিতে আপন চিত্তকে অহিংস, শত্রুতাহীন ও ভেদজ্ঞান শূন্য করিও।

৯। তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা য়াবতস্স
বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয়্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিদমাহু।

অনুবাদ :—দাঁড়ান, হাঁটন, উপবেশন ও শয়নের সময় এই চতুর্ব্বিধ ইর্য্যাপথে যতক্ষণ নিদ্রা না যাইবে ততক্ষণ এই স্মৃতি অর্থাৎ এইরূপ মৈত্রীচিত্ত সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিতে হইবে। এই প্রকার মৈত্রী ভাবনাকে "ব্রহ্মবিহার-ভাবনা" বলে।

১০। দিট্‌ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্‌সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয়্য গেধং নহি জাতু গব্ভসেয়্যং
পুনরেতী'তি।

অনুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত মৈত্রীভাবনাকারী তৎপরে বিদর্শণ ভাবনায় মনোনিবেশ করেন তিনি ক্রমান্বয়ে দশবিধ বিদর্শনজ্ঞান লাভের পর স্রোতাপত্তি মার্গ-জ্ঞানে মিথ্যাদৃষ্টি (৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি) সমূলে ধ্বংস করিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন। লোকোত্তর শীলে শীলবান স্রোতাপন্ন পুদ্গল (পুরুষ) বিদর্শন ভাবনায় সকৃদাগামীমার্গ ও ফলজ্ঞান লাভ করিয়া যথাক্রমে

অনাগামী মার্গজ্ঞান কামতৃষ্ণা ও প্রতিঘ (ক্রোধ) সমূলে ধ্বংস করিয়া অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই অনাগামী পুদ্গল যদি ইহ জন্মে অর্হত্ব-ফল লাভ করিতে নাইবা পারেন, তাহা হইলে তিনি মৃত্যুর পর মনুষ্যলোকে মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে পুনঃ আসেন না। তিনি "শুদ্ধাবাস" ব্রহ্মলোকেই জন্ম গ্রহণ করিয়া তথায় বিদর্শন ভাবনায় অর্হত্ব-ফল লাভ করেন এবং আয়ুশেষে সেইখানেই পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যের সন্ধান

ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করিয়া ভগবান বুদ্ধের উপদেশ মতে যাঁহারা চলেন—চিন্তা করেন বা ধর্ম্ম সাধনা করেন তাঁহারাই পুনর্জন্ম-দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, অপরে নহে। কারণ, এই জীবলোক অবিদ্যান্ধকারে আচ্ছন্ন, তৃষ্ণা-জটায় জড়িত এবং দিট্‌ঠি (মিথ্যাদৃষ্টি) জালে আবদ্ধ। এমতাবস্থায় জীবগণের কর্ম্মপথও বহুবিধ—নানাপ্রকার। তন্মধ্যে আছে মাত্র প্রকৃত সুপথ বা সত্যপথ একটাই, আর সবই কুপথ বা বিপরীত পথ। সেই সত্যপথ আবিষ্কারের একমাত্র কর্ত্তাও তিনি—দয়াময় বুদ্ধ ভগবান। এই সত্যপথ আবিষ্কারের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়া বহু কল্প অনেক জন্ম ধরিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে, পরিশেষে তিনি সেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন "**গন্ত্বা বোধিদ্রুমস্য মূলে।**" সেই দিন ছিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।

তাঁহার অভিনব লব্ধ সদ্ধর্ম্মের প্রচার ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া ব্রহ্মা সহম্পতি ১ করজোড়ে আরাধনা করিলেন—"দেসেতু ভন্তে ভগবা ধম্মং, দেসেতু সুগতো ধম্মং"—হে ভগবন! ধর্ম্ম দেশনা করুন, হে সুগত! ধর্ম্ম দেশনা করুন। এইরূপে মহাব্রহ্মার আরাধনায় জীবলোকের হিতের জন্য, সুখের জন্য জীবগণের প্রতি করুণাচিত্ত উৎপন্ন করিয়া

(টীকা)

১। সো + অহং + পতি = সহম্পতি, সোহম্পতি বা সোহংপতি (সোহংস্বামী)

করুণাময় বুদ্ধ ভগবান বহুকাল দুষ্কর সাধনা-লব্ধ তাঁহার নবধর্ম্ম সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তন করিলেন বারাণসীতে ঋষিপত্তন নামক স্থানে পঞ্চ বর্গীয় ভিক্ষুদের নিকট সেই দিন ছিল **শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি।**

অতএব চিন্তা করিয়া সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে যে মানব জীবনে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব, তাঁহার প্রচারিত সদ্ধর্ম্ম এবং তদনুযায়ী গঠিত তাঁহার শ্রাবক-সঙ্ঘ কিরূপ দুর্লভ এই জীবলোকে। তাহার পর ক্রমিক অনুসন্ধানে জানিতে হইবে—সেই সত্যমার্গ এবং তদনুরূপ চলিতে হইবে—দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া, তবেই ত জীবন-মুক্তি—**পরম শান্তি**। এই দেখুন, ভগবানের কি সুন্দর উক্তি—

"যথাভূতং অজানন্তো সুদ্ধিকামাপি যে ইধ,
বিসুদ্ধিং নাধিগচ্ছন্তি বায়মন্তাপি যোগিনো"।

অর্থাৎ যথাসত্য মার্গ না জানাতেই কত যোগী কত সাধক বিশুদ্ধি (নির্ব্বাণ) লাভের জন্য কত রকম চেষ্টা, কত রকম কঠোর সাধনা করিয়াও সেই সত্যমার্গের সন্ধান পাইতেছে না। কারণ জীবলোকে কর্ম্মপথ বহুবিধ, কিন্তু প্রকৃত সুপথের পরিচয় কেহই পাইতেছে না।

ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখুন—

"যথাপি নাম জচ্চন্ধো নরো অপরিনায়কো,
একদা যাতি মগ্গেন কুম্মগ্গেনাপি একদা।
সংসারে সংসরং বালো তথা অপরিনায়কো,
করোতি একদা পুঞ্ঞং অপুঞ্ঞমপি একদা"।

অর্থাৎ পরিনায়ক বিহীন জন্মান্ধ লোক যেমন পথ দিয়া চলিবার সময় একবার একটু ভাল পথে আসিয়া কয়েক কদম্ চলে, আবার কুপথে যাইয়া কণ্টকে

গড়াগড়ি করে। তদ্রূপ "অন্ধপুথুজ্জন"ও (অজ্ঞানী লোক ও) এক সময় একটু সুকর্ম্মও করে, আবার অন্য সময় কুকর্ম্মে জড়িত হইয়া নিজের দুঃখ নিজেই আনয়ন করে।

সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম জীবগণ নিজেই করে এবং তদনুযায়ী ইহার ভাল-মন্দ ফলও তাহারা নিজেই ভোগ করে। কেননা কর্ম্মই জন্মের কারণ। তবে কর্ম্মের কারণ কি? "অবিজ্জাপচ্চায় সংখার"—অবিদ্যা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। অবিদ্যাই কর্ম্মের কারণ। এই অবিদ্যা জনিত কর্ম্ম ও কর্ম্মজনিত জন্ম হইতেই দুঃখের পারাবার। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর পুনঃ জন্ম! জীবের এই রকম জন্ম মৃত্যুরূপ পুনপ্পুনঃ সংসরণকে বলে 'সংসার'। এইরূপ সংসারের আদি নাই—ইহা অনাদি। জীবগণ অনাদিকাল হইতে এইরূপ সংসারচক্রে ঘুরিতেই আছে তাহা হইতে বাহির হইবার সুপথ তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক এই ত্রিলোকই জীবগণের জন্ম-মৃত্যুবশে সংসরণ বা সংসার। একমাত্র পথ-প্রদর্শকের সহায়তা ব্যতীত এই সংসারচক্র হইতে বাহির হইবার পথ কেহই চিনিতেছে না বা জানিতে পারিতেছে না। কাজেই যাঁহারা এই সুপথের পথিক হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমেই সেই পথ-প্রদর্শককে অনুসন্ধান করিয়া ধরিতে হইবে, নতুবা এই সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার উপায় জানিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই কথার উপর যদি কেহ বলে যে, সেই পথ-প্রদর্শক ভগবান বুদ্ধ ত এখন নাই। বহুদিন পূর্ব্বেই তিনি "মহাপরিনির্ব্বাণ" প্রাপ্ত হইয়াছেন। হাঁ, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার পরিনির্ব্বাণ সময়ে তিনি যে শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন—"হে আনন্দ এখন আমার পরিনির্ব্বাণের সময়। আমার অবর্ত্তমানে অর্থাৎ আমার পরিনির্ব্বাণের পরে আমি নাই বলিয়া তোমরা অনুশোচনা করিওনা"। যদি কেহ বলে "বুদ্ধ নাই—তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন"। তাহা হইলে, তোমরা এই শেষ বাণীটিও আমার প্রচার করিও এবং সকলকে ভালরূপে

বুঝাইয়া দিও—আমি যেই ধর্ম্ম ও বিনয় দেশনা করিয়াছি ও প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছি, তাহাদের মোট সংখ্যা চৌরাশী হাজার ধর্ম্মস্কন্ধ হইবে। এই চৌরাশী হাজার ধর্ম্মস্কন্ধই, যাহা "পরিয়ত্তিসদ্ধর্ম্ম" বা "ত্রিপিটক" নামে পরিচিত, তাহা তোমাদের শাস্তা—বুদ্ধ—ভগবান"। এই শরীর অনিত্য—পরিণামশীল। কাজেই তাহা অনিত্যতা প্রাপ্ত হইবেই। এই শরীরী বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরে '**ধর্ম্মকায় বুদ্ধই**" বর্ত্তমান থাকিবেন।

এই বিষয় সম্বন্ধে বুদ্ধ-বচন' আরও আছে :—

"সম্বুদ্ধানং দুবে কায়া, রূপকায়ো সিরিধরো,
য়ো তেহি দেসিতো ধম্মো ধম্মকায়ো'তি বুচ্চতি"।

ইহার অর্থ– সম্বুদ্ধগণের কায় দ্বিবিধ, যথা– শ্রীধর "রূপকায়" এবং তাঁহাদের দেশিত ধর্ম্মই, "ধর্ম্মকায়" নামে কথিত হয়।

"য়ো হি পস্সতি সদ্ধম্মং সো মং পস্সতি পণ্ডিতো,
অপস্সমানো হি সদ্ধম্মং মং পস্সম্পি ন পস্সতি"।

অর্থ—যেই পণ্ডিত লোক বা জ্ঞানী জন স্বীয় জ্ঞানচক্ষে সদ্ধর্ম্মকে দেখে সে আমাকেই দেখে, আর যেই ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান-চক্ষুর অভাবে সদ্ধর্ম্মকে দেখিতে পায়না, সে আমাকে দেখিয়াও কিন্তু প্রকৃতরূপে আমাকে দেখিতে পায়না।

যাহা হউক, এখন আলোচ্য বিষয়মতে "রূপকায়-বুদ্ধ" "পরিনির্ব্বাণ' প্রাপ্ত হইলেও কিন্তু "ধর্ম্মকায় বুদ্ধ" বর্ত্তমান আছেন, ইহা নিশ্চয়ই। এই "ধর্ম্মকায়-বুদ্ধই" এখন সেই "মহানির্ব্বাণ পথের' একমাত্র সহায়। পথভ্রান্ত বহুজন তাঁহারই নির্দ্দেশ মতে চলিয়া মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। এই দেখুন, তাঁহার উক্তি :—

"যদা চ ঞত্বা সো ধম্মং সচ্চানি অভিসমেস্সতি,
তদা অবিজ্জূপসমা উপসন্তো চরিস্সতী'তি।"

অর্থাৎ সেই মহাপথ প্রদর্শক সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের দেশিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া, তাহার প্রকৃত ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং তদনুরূপ সাধনাদ্বারা যখন সে মার্গজ্ঞানে চতুরার্য্য সত্য জানিবে—জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে— দর্শন করিবে, তখনই তাহার অবিদ্যামূলক তৃষ্ণাদি সমস্ত ক্লেশের (আভ্যন্তরীণ রিপু সমূহের) উপশমে শান্তিতে বিচরণ করিবে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা পারমার্থিক বিষয়। বাস্তবিকই, এই ধর্ম্ম অতি গম্ভীর ও অতিসূক্ষ্ম, এজন্য তাহা দুর্দৃশ্য ও দুর্বোধ্য, অথচ শান্ত, প্রণীত ও তর্কশূন্য, মার্গজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিলেই মনের সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়, কাজেই তাহাতে তর্ক করিবার আর কিছুই থাকে না।

এস্থলে **নির্ব্বাণ ও মার্গ** সম্বন্ধে সকল শ্রেণী পাঠকদের বোধগম্য একটা সরল উপমা মাত্র আমাদের নবীন পাঠকগণের সম্মুখে দাঁড় করা হইতেছে। ইহা নূতন কথা নহে। গয়া তীর্থ যাত্রিদের মত এক দল নূতন তীর্থযাত্রী পবিত্র তীর্থ দর্শনে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। গয়া যাত্রিগণের যেমন এক জন উপযুক্ত তীর্থপ্রদর্শক পূজারী ব্রাহ্মণ পাণ্ডার দরকার করে, সেইরূপ এই নূতন তীর্থযাত্রীদের ও এক জন অতি সুদক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের পরম সৌভাগ্যক্রমে মিলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যাইবেন **"মহানির্ব্বাণ তীর্থ"** দর্শনে। পণ্ডিতজী প্রথমেই তাঁহার যাত্রিগণকে ভালরূপে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, আরও সতর্ক করিয়া দিলেন যে দেখ যাত্রিগণ, এই পথে যাইতে চোর-ডাকাইতদের বড়ই ভয় আছে। তোমরা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিও এবং আমার

কথামতেই চলিও নতুবা বিপদের আশঙ্কা আছে। যাত্রিগণ সকলেই একমতে স্বীকার করিলেন—হাঁ গুরুজী, তাহা নিশ্চয়ই, আপনার আদেশমতেই চলিব। আমরা অজানা পথের পথিক। আমাদের প্রতি গুরুজীর যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনার প্রতি আমাদের অন্তরে আছে অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের জীবন—মরণ আপনার—ওই রাঙ্গা চরণে সমর্পণ করিলাম। পণ্ডিতজী সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পুনঃ বলিতে লাগিলেন—দেখ, যাত্রিগণ এই পথে যাইতে হইলে শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও করিতে হয়। কাজেই তোমাদিগকে উপযুক্ত হইতে হইবে এবং যুদ্ধের সাজ দিয়া সুদক্ষ সৈনিক পুরুষদের মত তোমাদিগকে সাজিতে হইবে। এই ধর যুদ্ধের সাজ, এই নাও সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। আরো একটা তেজস্কর "মন্ত্র-কবচ" তোমাদের কণ্ঠে ধারণ কর :—

"আরভথ নিক্কমথ যুঞ্জথ বুদ্ধসাসনে,
ধুনাথ মচ্চুনো সেনং নলাগারং'ব কুঞ্জরো"।

অর্থাৎ দৃঢ়বীর্য্য হও, পরাক্রমশালী হও, বুদ্ধশাসনে মারসংগ্রামে নিযুক্ত হও এবং সসৈন্য মারসেনাপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। কুঞ্জর (হস্তী) যেমন নলাগার (নলবাঁশের ঘর) অনায়াসে পদদলিত করে—চুর্ণ-বিচূর্ণ করে, সেইরূপ তোমরাও এই সসৈন্য মারসেনাপতিকে পরাস্ত কর, বিনাশ কর, এবং সংগ্রাম-বিজয়ী হও। এই "অমরণ কবচটী আমাদের পরমগুরু-প্রদত্ত। এই কবচটাও তোমাদের প্রত্যেকের কণ্ঠে ধারণ কর। আচ্ছা, তবে এখন চল, আমার পাছে পাছেই তোমরা থাকিও আর খুবই সাবধানে চলিও। এই সময় যাত্রিদের মধ্যে এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, গুরুজী, এই দেশের লোকেরা পণ্ডিতজীকে পাণ্ডাজী

বলিয়া সম্বোধন করেন কেন? হাঁ, তাহা তো ঠিকই। এই দেশের প্রচলিত কথায় পণ্ডিতজীকে পাণ্ডাজী বলে। ইহা সম্মানজনক অর্থ। বেশ, গুরুজী, এখনই বুঝিলাম ইহার অর্থ। আমরা নাকি বাঙ্গালী জাতী পাড়াগাঁয়ের লোক, বিশেষতঃ এই অচেনা দেশে আসিয়াছি অল্প দিন মাত্র, নূতন যাত্রী আমরা, তাই এদেশের ভাষায় অনভিজ্ঞ। অপরাধ মার্জ্জনা করুন, গুরুজী। অপরাধ কিসের? সন্দেহ হইলে এইরূপ প্রত্যেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তোমাদের মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিও। হাঁ, গুরুজী! আপনার উপদেশ আমাদের শিরোধার্য্য। তৎপরে তিনি পথের বর্ণনাও শুনাইতে লাগিলেন। দেখ, যাত্রিগণ, আমি তোমাদিগকে যেই পথে লইয়া যাইব, সেই পথ অন্ধকার নহে। এই পথের প্রথমেই একটা স্তম্ভোপরি একটি তৈলের প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জলিতেছে। তৎপরে ইহার কিছু দূরে এক একটি স্তম্ভোপরি এক একটি "গ্যাস্‌লাইট্"। এইরূপে এই ছোট রাস্তায় ক্রমান্বয়ে দশটি 'আলো' আছে। কিন্তু ইহাদের একটার থেকে অন্যটা ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল—দীপ্তিকর। তাহারপর, তোমরা দেখিতে পাইবে—এই পথের শেষপ্রান্তে একটা নদী, সেই নদীর নাম "সুবর্ণরেখা নদী" সেই নদীর উপরে আছে এক ঝুলন্ সেতু (টাঙ্গাপোল) এবং সেতুর উপরে আছে মহাতীর্থাভিমুখী একটা বড় তেজস্কর "সার্চলাইট"। সেতুর পরপারেই সেই মহাতীর্থের সুন্দর সোজা ও প্রশস্ত রাস্তা। তাহার উভয় পার্শ্ব—সুমন-মালতী-গন্ধরাজাদি সপ্তত্রিংশতি বিবিধ কুসুমবন-ভ্রমর কুঞ্জিত, জন-মনতোষিত, নানা শাখা-প্রশাখা-পল্লব-পুষ্প-ফলসমন্বিতামৃত তরুরাজি বিরাজিত এবং জিনবর বর্ণিত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ-পুনঃ তদুপরি—নীলাকাশতলে

নীল কুসুম দামবিরচিত বিতানে পরিশোভিত ও প্রভাঙ্করাদির প্রভায় প্রভান্বিত!

এই খানে আসিয়া যাত্রিগণ সুমধুর অমৃত ফলই ভক্ষণ করিয়া অমর হইয়া যান। এখানে আর অন্য কোনও রকম আহার নাই। কেবল অমৃত ফলই তাঁহাদের এক মাত্র ভক্ষ্য, অন্য রকম আহার তাঁহারা আর স্পর্শও করিতে চাহেন না। তাহার পর, তিনি আরও বলিলেন—সেই রাস্তার প্রথমেই এক মণিময় বেদীর উপরে চারুরত্ন খচিত এক স্তম্ভোপরি এক প্রকাণ্ড "ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট" যাহার আলোকে বহু শত যোজন স্থান আলোকিত হয়। এই লাইটের নাম "প্রভাঙ্কর"। ইহার সন্নিকটে সেইরূপ বেদীর উপরে এক স্তম্ভোপরি তিনটি লাইট্। এই লাইটের নাম 'জ্যোতিষ্কর'। একত্রে তিনটা জ্যোতি ধারণ করে বলিয়া ইহার নাম "জ্যোতিষ্কর"। তাহার সমীপে আরও আছে—এক জ্যোতির্ময় "শান্তি-কুটীর," আরও আছে—স্নানের জন্য শীতল জলকুণ্ড, হোমের জন্য যজ্ঞকুণ্ড এবং লোকনাথের শ্রীপাদচিহ্ন। সেই রাস্তায় কিছু দূরে দূরে এই রকম আরও তিনটি তীর্থস্থান আছে, কিন্তু ইহাদের একটার থেকে অন্যটা অধিকতর সুন্দর ও আলোকময়।

যাহা হউক সেই বড় রাস্তায় ভয়ের বিশেষ কারণ নাই বটে, কিন্তু এই ছোট রাস্তাতেই চোর-দস্যুদের ভয় খুবই বেশী। আরও একটি কথা তোমাদিগকে জানাইয়া দিতেছি। এই ছোট রাস্তা দিয়া প্রথমে যাইবার সময় দশ জন তস্কর তোমাদের পাছে পাছে লাগাই থাকিবে। তোমরা চলিতে খুবই সতর্ক হইয়া চলিও। কোনও প্রকারে এই ছোট রাস্তা অতিক্রম করিয়া বড় রাস্তাটি ধরিতে পারিলেই তোমরা এক প্রকার নিরাপদ হইবে। এইরূপ বলিতে বলিতে পণ্ডিতজী তাঁহার যাত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া যাইতে লাগিলেন। সারাটি পথেই তাঁহারা শত্রুদের সহিত

সংগ্রাম করিয়া যাইতে যাইতে একিবারে সেই 'সুবর্ণরেখা নদীর" সেতুর উপরে উঠিলেন। এই স্থান হইতেই যাত্রিগণ সেই "সার্চলাইটের" দ্বারা হঠাৎ দেখিতে পাইলেন বিদ্যুৎচমকের ন্যায় সেই "**মহাতীর্থের**" একটু মাত্র ক্ষীণ জ্যোতিরেখা। তৎপরে তাঁহারা সেতু পার হইয়া বড় রাস্তার মাথায় প্রথম বেদীর উপরে আসিয়া পৌছিলেন, তখনই "প্রভাঙ্করের" তেজে ঐ দশ জন ডাকাইতের মধ্যে তিনজন ভস্মীভূত হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রিগণও দেখিতে পাইলেন চারিটি অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য দৃশ্য! সেই খান হইতে তাঁহারা শীঘ্রই আসিলেন "জ্যোতিন্ধরের" বেদীর উপরে এবং এই স্থানেও সেই চারিটি দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তখন পণ্ডিতজী বলিলেন—আচ্ছা, তবে এখন তোমরা এই সুরম্য "**শান্তি কুটীরে**" একটু বিশ্রাম কর। এখানে শীতল জলকুণ্ড আছে, স্নান কর। তাহার পর ঐ স্থানে লোকনাথের শ্রীপাদ-চিহ্ন আছে, পূজা করিতে হইবে। এই খানে যজ্ঞ কুণ্ড আছে, হোম করিতে হইবে। হোমের পর দক্ষিণা, তাহার পর উৎসর্গ করিতে হইবে। তখন একজন যাত্রী বলিলেন—গুরুজী, দক্ষিণাটা পরে দিলে হইবে না? না, তাহা হইবে না। কেন হইবে না গুরুজী? এত কথা বল কেন বাবা? তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের জন্য পিণ্ড দিতে তোমরা এই তীর্থস্থানে আসিয়াছ। ইহাতে তোমাদেরও কত পুণ্য হইবে। দক্ষিণাটী নিয়ে এত গোলমাল কর কেন বাবা? আগে দক্ষিণাটা দিয়ে ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট কর। ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিলেই তো তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহারা তোমাদিগকে ভালরূপে আশীর্ব্বাদ করিবেন। হাঁ গুরুজী, এখন বুঝিলাম। আপনার উপদেশ মতেই কার্য্য করা হইবে। তাহা হইলে সম্মুখে আরও তিনটা তীর্থস্থান আছে। সেইখানেও এইরূপ কার্য্য করিতে হইবে। হাঁ গুরুজী, তাহা নিশ্চয় করিব। আর একটা কথা আমরা জানিতে চাই। গুরুজী, আপনারা বোধ হয়, দয়াময় মহাপ্রভুর

শিষ্য। হাঁ, তাঁহারই শিষ্য, আমরা কুলীন শ্রুতিধর ব্রাহ্মণ। তাঁহার আদেশমতে আমরা নানা দেশ-বিদেশে বিচরণ করিয়া যাত্রী লোক সংগ্রহ করিয়া নিয়ে আসি এবং এই সকল জ্ঞানতীর্থ দর্শন করাইয়া তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকি। ইহাই ত এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। সাধু. সাধু। গুরুজী, আপনারা বড়ই দয়ালু এবং লোকের মহোপকারী। এখন ঠিক বুঝিলাম—আপনারাই দক্ষিণার উপযুক্ত পাত্র ও সকলের পূজনীয়। আমাদের পরিজন ও প্রিয় বস্তু সবই ছাড়িয়া আমরা এই খানে আসিয়াছি. করিব কি—এখন আমাদের সঙ্গে যাহা কিছু আছে তাহাই দক্ষিণাস্বরূপ এই অর্পণ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করুন, গুরুজী, যেন আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। হাঁ, আশীর্ব্বাদ করি—তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। তবে এখন উৎসর্গ আরম্ভ করি। এই পূণ্যতীর্থে যে পিণ্ড দান করা হইল, এই পূণ্য গ্রহণ করিয়া তোমাদের পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল, শ্বাশুরীকুল, ইষ্ট-মিত্র বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি সপ্তম পুরুষ সকলেই প্রেত লোক হইতে মুক্ত হইয়া যাউক্। সাধু, সাধু, সাধু,। গুরুজীর চরণযুগলে আমাদের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করি। আচ্ছা, তবে এখন চল আর বিলম্ব করিওনা। তোমরা আমার পাছে পাছে থাকিও আর আমি তোমাদের পুরোভাগেই আছি।

এইরূপে যাইতে যাইতে তাঁহারা দ্বিতীয় 'প্রভাঙ্করের" বেদীর উপরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই স্থানে "প্রভাঙ্করের" তেজে সেই বাকী সাত জন ডাকাইত দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া রহিল। এই স্থানে ও যাত্রিগণ সেই চারিটা দৃশ্য দেখিলেন। এই বেদী হইতে নামিয়া তাঁহারা অতি শীঘ্র "জ্যোতিষ্করের" বেদীর উপরে আসিলেন এবং সেই চারিটা দৃশ্য ও পুনঃ দেখিতে পাইলেন। তখন পণ্ডিতজী বলিলেন—এই 'শান্তিকুটীরে" তোমরা একটু বিশ্রাম কর। দেখতো কি সুন্দর স্থান, কিরূপ উজ্জ্বল আলো, কিরূপ শান্তি। আচ্ছা, তবে এখন পুনঃ চল, তোমরা এস আমার

পাছে পাছে। এইরূপে যাইতে যাইতে তাঁহারা তৃতীয় "প্রভাঙ্করের" বেদীর উপরে আসিয়া পৌছিলেন এবং তখনই এই 'প্রভাঙ্করের' তেজে ঐ ক্ষীণ-প্রাণ দুর্ব্বল সাত জন তস্করের মধ্যে দুইজন বিনষ্ট হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রিগণ এখানেও সেই চারিটী আশ্চর্য্য দৃশ্য আরও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন—এই "শান্তি কুটীরে" তোমরা আর একটু আরাম করিয়া লও। দেখ তো এই স্থানের সৌন্দর্য্য কেমন? কি উজ্জ্বল আলো, কিরূপ শান্তি। আচ্ছা, তবে এখন পুনঃ চল, তোমরা এস আমার পাছে পাছে। এই দিকে আর তেমন ভয় নাই। এই রাস্তার রমণীয় দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে এস, আর এইখানকার অমৃত ফল মনের মতন ভক্ষণ কর। দেখ তো কেমন বর্ণ-গন্ধ-রস এই ফলের? হাঁ প্রভু সবই আপনার দয়া। আপনার একমাত্র কৃপাবলেই আমাদের এই অজানা অচেনা পথে ও অচেনা দেশে আসিয়া যাহা দেখিতেছি, যাহা উপলব্ধি করিতেছি, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই—তেমন ভাষাও বোধহয় মানবের নাই বর্ণনা করিবার। তবে নাকি প্রভু, "**মহাপ্রভু**"কে দর্শন করিতে আমাদের মন বড়ই আকুল হইয়াছে। আচ্ছা, তাহা হইলে শীঘ্রই এস, নিশ্চয় তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তিনিও তোমাদের জন্য চিন্তা করেন, কেবল তোমাদের জন্য নহে এই সংসার চক্রে আবদ্ধ সকল প্রাণীর জন্যই তিনি সদা চিন্তা করিতে থাকেন। তিনি করুণাময়, জীবগণের প্রতি তাঁহার অসীম করুণা।

তাহার পর, তথা হইতে পণ্ডিতজী তাঁহার যাত্রীদল নিয়া যাইতে যাইতে শেষ চতুর্থ "প্রভাঙ্করের' বেদীর উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেই ঐ ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বল পাঁচজন দস্যু এখানকার "প্রভাঙ্করের" তেজে একিবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল, আর একজন দস্যুও বাকী রহিলনা। তখন পণ্ডিতজী বলিলেন—তোমাদের সব শত্রুই বিনষ্ট হইল, এখন আর

কোনও উপদ্রব নাই। রাস্তাও শেষ হইল, হাঁটাহাঁটি-পরিশ্রমও শেষ হইয়াছে, এখন তেমন বিশেষ কিছু করিবারও নাই। এই হইতে তোমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়াছ। এখন কেবল শান্তি ভিন্ন অশান্তির লেশমাত্রও পাইবেনা। তখনই যাত্রিগণ ভক্তিতে একিবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সাধু, সাধু। গুরুজী, আপনার গুণের একি অপূর্ব্ব মহিমা! আপনার শ্রীপাদ পঙ্কজ-রজ আমাদের উত্তমাঙ্গ শিরে লইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করি অহো! একি! একি! একি দেখিতেছি! এই যে চারি আর্য্য সত্য! একি অপূর্ব্ব দৃশ্য! অহো! একি উপলব্ধি করিতেছি! এই যে শান্তি! শান্তি! শান্তিই কেবল। হে গুরুজী! আপনাকে পাইয়াই আজ আমাদের জীবন সার্থক হইল; আপনার সঙ্গে আমাদের এই শুভ যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হইল। ধন্য গুরুজী আমাদের! আপনার গুণ আমাদের চিরস্মরণীয়। ইহার পর, গুরুজী বলিলেন—তবে আর দেরী কিসের? ত্রিরত্নের গুণাবলী স্মরণ করিয়া এস, সময় হ'য়েছে। এখন মহানির্ব্বাণ-তীর্থে প্রবেশ করি। এই সময় আরও একটা কথা। কথাটা এই—সেই পবিত্র মহাতীর্থে' এই অশুচি শরীর নিয়া প্রবেশ করা যায় না। এই দুর্গন্ধ দেহ-ভার পরিত্যাগ করিয়াই তথায় প্রবেশ করিতে হয়। ইতোপূর্ব্বে তোমরা দশ রকম মল-ভার দূরে নিক্ষেপ করিয়াছ। এখন তোমাদিগকে এই অশুচি দেহ-ভারও নিক্ষেপ করিতে হইবে। তবেই ত এই চরমতীর্থে' প্রবেশ করিতে পারিবে। হাঁ, প্রভু! আমরাও সেইরূপ করিতে চাই। এইরূপ ভার আমরা অনাদিকাল থেকে জন্মে জন্মেই বহন করিয়া আসিতেছি। আর এক মুহূর্ত্তও ইচ্ছা হয়না এই বোঝা বহন করিতে। প্রভু, এখনই আমরা চাই—সেই চরম স্থান 'পরমতীর্থে' প্রবেশ করিতে এবং যিনি সকলেরই পরমগুরু, সেই মহাপ্রভু ভগবানকে দর্শন করিতে। তখন গুরুজী বলিলেন—তাহা হইলে এখন তোমরা প্রস্তুত

হও। যাইবার সময় আর একবার ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ কর। হাঁ প্রভু, এই শুভ মুহূর্ত্তে আর একটুবার তাঁহাদের গুণ স্মরণ করি—এই ত্রিরত্নই আমাদের একমাত্র শরণ বা অভয় আশ্রয় "নমো বুদ্ধায়, নমো ধম্মায়, নমো সঙ্ঘায়। বুদ্ধো মে সরণং, ধম্মো মে সরণং, সঙ্ঘো মে সরণং। নমো নমো তিরতণায় নমো।" "অনিচ্চা বত সঙ্খারা"।

তাঁহারা সকলেই "অশুচি কায়" পরিত্যাগ করিলেন এবং 'ধর্ম্মকায়" ধারণ করিলেন। গুরুজী তখন তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই পরম তীর্থ "**মহানির্ব্বাণে**" প্রবেশ করিলেন। সাধু, সাধু, সাধু। যাত্রিগণ তথাকার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়া একিবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে, তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন গুরুজী তাঁহাদিগকে প্রথমেই দেখাইতেছেন—এই যে, চারু রত্ন খচিত ও প্রভান্বিত ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট ধ্যানে রত জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ। তিনিই আমাদের পরম গুরু গৌতম 'ধর্ম্মকায়বুদ্ধ"

তাঁহাকে অবনত শিরে প্রণাম কর। তারপর এই যে, তন্হঙ্করাদি অষ্টবিংশতি জ্যোতির্ম্ময় "ধর্ম্মকায় বুদ্ধ', তাঁহাদিগকে অভিবাদন কর। আরও দেখ, কত অসংখ্য "পচ্চেকবুদ্ধ", নমস্কার কর। আরও দেখ চারিদিকে বহু অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় 'ধর্ম্মকায় শ্রাবকসঙ্ঘ", প্রণতি কর। এখন তবে আর একটা কথা শুন। এই পবিত্র পুণ্যক্ষেত্রই 'পরমামৃত মহানির্ব্বাণ তীর্থ।" ইহাই জ্ঞানী পুরুষদের প্রশংসিত নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মরাজ্য। এই পবিত্র পরমার্থ ধর্ম্মভাবময় পরমতীর্থের "রূপ" বর্ণনা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। ভাষাও তেমন নাই ইহার "রূপ বর্ণনা করিতে পারা যায়। ইহা ত্রিলোকের অতীত, ত্রিকালের অতীত এবং ভাষারও অতীত। ইহার সীমাও নাই—ইহা অসীম—অনন্ত। ভাষায় ইহার 'রূপ" বর্ণনা করা যায়না—ব্যক্ত করা যায় না, এক কথায় ইহা—"অব্যক্ত"।

"নিব্বানং পরমং সুখং"—নির্ব্বাণ পরম সুখ, ইহা কেবল জ্ঞানী আর্য্যগণ প্রত্যেকে নিজে নিজেই হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং ইহার 'রূপ' ও তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ জ্ঞান-চক্ষুতেই দর্শন করিতে পারেন মাত্র। নতুবা এক জন অন্য জনকে ভাষায় কোন প্রকারেই তাহা উপলব্ধি করাইতে বা দর্শন করাইতে পারেন না।

আচ্ছা, তবে এখন তোমরা সকলে ভক্তিভরে ত্রিরত্নকে বন্দনা কর। হাঁ প্রভু, আমরা ত্রিরত্ন-বন্দনা আরম্ভ করি।

১। "বুদ্ধো হি অগ্‌গো লোকস্মিং ধম্মো সন্তিকরো সিবো,
সঙ্ঘোপি চ গুণা সেট্‌ঠো তয়ো এতে অনুত্তরা।
তেসং তিন্নং নমস্‌সামি, উপেমি সরণত্তয়ং।"

২। "নমো করোমি বুদ্ধস্‌স নমো ধম্মস্‌স তস্‌স চ,
সঙ্ঘস্‌সাপি নমো তস্‌স তেসং তিন্নং নমো নমো।"

তৎপরে যাত্রিগণ তথাকার মনোরম শোভা ও সৌন্দর্য্য দর্শনে মাতোয়ারা হইয়া যেন হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠিলেন! একি অপরূপ দৃশ্য! ওহে দয়াময় বুদ্ধ ভগবান! আপনার গুণের একি অপার মহিমা! সেই অপূর্ব্ব গুণের আকর্ষণেই আমরা আকৃষ্ট হয়ে এই "মহানির্ব্বাণ-তীর্থে" পৌছিতে সক্ষম হইলাম। আমাদের পুনর্জ্জন্ম নিরোধ হইল, সব দুঃখাগ্নি সমূলে নির্ব্বাপিত হইল। অহো! একি **"পরম সুখ"—"শান্তিপদ"** লাভ করিলাম! ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। হে গুরুজী! অন্য কিছুই আর চাই না। আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। ধন্য, ধন্য, তোমাদেরকে শত ধন্যবাদ। আচ্ছা, তবে যাত্রিগণ, আর একটী কথা শুন :—

মহাকারুণিক বুদ্ধের বাণী—"চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায় বহু জন সুখায়".....। এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তোমাদের হিতের জন্য, সুখের জন্য আমার যাহা করণীয় তাহা সম্পাদন করা হইল।

পরিশেষে, তোমরা সকলে সানন্দে আর একবার সাধুবাদ দিয়া এই **"পরমার্থ-ধর্ম্মতীর্থে"** পরম সুখে ধর্ম্ম-সুধা পান করিতেই থাক। তবে এখন আমি আসি। নমঃ নমঃ গুরুকে নমঃ। সাধু, সাধু, সাধু।

তুলনা

পাঠকগণ, এখন সহজে বুঝিতে পারিবেন। উপরে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, এস্থলে উহার সহিত প্রকৃত বিষয়ের তুলনা করা হইতেছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আরও একটা কথা জানান হইতেছে। কথাটা এই—যে বিষয়টুকু উপরে বর্ণিত হইল, তাহার আভ্যন্তরীণ ভাবধারাটি আমার নিজের নহে, তাহা **"বিশুদ্ধি মার্গের"** পরমার্থ-চিন্তাধারার সহিত যত টুকু সম্ভব মিল রাখিয়া কেবল 'রূপকের' মধ্যেই আনয়ন করা হইয়াছে মাত্র। আর ও একটা কথা এই—বিষয়টী বাস্তবিকই অতি গম্ভীর, অতি সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য। এই কারণে খুবই চিন্তা করিয়া এই জটিল বিষয়টি যাহাতে সকলের পক্ষে সহজ-বোধগম্য হইতে পারে এবং বর্ত্তমান যুগধর্ম্মানুযায়ী পাঠকগণের পাঠেও রুচিকর হইতে পারে, এজন্য তাহাতে একটু 'রূপ' দেওয়া হইয়াছে মাত্র, নতুবা নিরাকার ও অরূপ বস্তুকে সাকার ও স্বরূপে আনিয়া দেখাইবার বা বুঝাইবার আর অন্য কোনও উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, এখন আসল বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা শেষ করা উচিত্ত মনে করি।

পাঠকগণ, একটু পূর্ব্বে যেই একজন পণ্ডিতজী ও একদল তীর্থযাত্রীকে দেখিতে পাইলেন; মনে করুন, সেই পণ্ডিতজী নাকি যেন

'মহাকশ্যপ স্থবির,' যিনি এই বুদ্ধশাসনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধুতাঙ্গধারী এবং প্রথম মহাসঙ্গীতির মহামান্য ও সুযোগ্য সভাপতি ছিলেন। আর সেই যাত্রিগণও যেন তাঁহারই শিষ্যবর্গ। এইরূপ উপযুক্ত গুরুদেবের পদাশ্রিত শিষ্যগণ প্রথমেই ধর্ম্ম-বিনয় শিক্ষা করিলেন এবং তদনুযায়ী নিষ্কলঙ্ক জীবন গঠন করিতে সকলেই দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তৎপরে গুরুর উপদেশে তাঁহারা কর্ম্মস্থান ভাবনায় মনোযোগী হইলেন। তখন গুরুদেব তাঁহাদিগকে একটা ভাল উপদেশ দিলেন। শুন শিষ্যগণ, করুণাময় বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ সময়ে সকলের প্রতি করুণা-চিত্ত উৎপন্ন করিয়া তাঁহার অন্তিম বচন—"হন্দ'দানি ভিক্খবে আমন্তয়ামি বো, বয়ধম্মা সঙ্খারা, অপপমাদেন সম্পাদেথা'তি"—হে ভিক্ষুগণ! তোমাদের প্রতি আমার এই শেষ উপদেশ, নিশ্চয় জানিও—'সংস্কারপুঞ্জ' (পঞ্চস্কন্ধ) অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর ও পরিণামশীল। তোমাদের আত্মকর্ত্তব্য (১) অপ্রমাদে সম্পাদন করিও।

তৎপর ভক্ত শিষ্যগণ গুরুদেবের নির্দ্দেশমতে সকলেই শীলে প্রতিষ্ঠিত ও সমাধিসম্পন্ন হইয়া বিদর্শন-ভাবনায় রত হইলেন। তাঁহারা বিদর্শন-ভাবনা করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে দশ প্রকার বিদর্শন-জ্ঞান লাভের পর 'গোত্রভূ-জ্ঞানে' একটুমাত্র 'নির্ব্বাণ' দর্শন করিয়া পরক্ষণেই স্রোতাপত্তি-

---

১। (টীকা) :—
ইহার পালি, "অত্তকিচ্চং" :—

"অধিসীল-অধিচিত্তানং অধিপঞ্ঞায় সিক্খনং,
অত্তকিচ্চন্তি বিঞ্ঞেয্য ন অঞ্ঞকামা গবেসিনো।"

অর্থাৎ পরিপূর্ণ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ শিক্ষাই নির্ব্বাণকামী ভিক্ষুদের আত্মকর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য বিষয়ের গবেষণা করা তাঁহাদের আত্মকর্ত্তব্য নহে।

মার্গজ্ঞান ও স্রোতাপত্তি-ফলজ্ঞান লাভ করিলেন। এইখানে স্রোতাপত্তি-মার্গজ্ঞানে দশ প্রকার সংযোজনের মধ্যে (দশবিধ রিপুবন্ধনের মধ্যে) সক্কায়দিট্‌ঠি, সংশয় ও শীলব্রত (অর্থাৎ ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি, ২৪ প্রকার সংশয় ও বিপরীত শীল-বিপরীত ব্রত) এই তিন প্রকার রিপুর বন্ধন বিচ্ছিন্ন বা ত্রিবিধ রিপু ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, আরও সাত প্রকার রিপু অবশিষ্ট রহিল। এই রিপু তিনটার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের চতুরার্য্য সত্য দর্শন ও নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার হইল। ফলজ্ঞানেও তাঁহাদের চতুরার্য্য সত্য দর্শন ও নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার হইল। ফলজ্ঞানের পরেই প্রত্যবেক্ষণজ্ঞান ও শান্তি-সুখ উপলব্ধি হয়। এই মার্গ-ফলজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা সকলেই "স্রোতাপন্ন পুদ্‌গল" নামে অভিহিত হইলেন।

তাহার পরে, তাঁহারা পুনরায় বিদর্শন-ভাবনা করিতে করিতে সকৃদাগামী মার্গজ্ঞান ও ফল-জ্ঞান লাভ করিলেন। এখানে মার্গ-জ্ঞানে উক্ত সাত প্রকার রিপুর বন্ধন শিথিল ও জীর্ণ হইল মাত্র, কিন্তু একিবারে বিচ্ছিন্ন হইল না। এখানেও মার্গ-জ্ঞানে তাঁহাদের চারি আর্য্য সত্য দর্শন ও নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার হইল। ফলজ্ঞানেও তদ্রূপ। ফলজ্ঞানের পরে প্রত্যবেক্ষণজ্ঞান ও শান্তি-সুখ উপলব্ধি হইল।

তৎপরে তাঁহারা পূর্ব্ব নিয়মে ভাবনা করিতে করিতে অনাগামী মার্গ-জ্ঞান ও ফলজ্ঞান লাভ করিলেন। এখানে মার্গ-জ্ঞানে তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সাত প্রকার রিপুর শিথিল ও জীর্ণ বন্ধনের মধ্যে কাম-রাগ (কামলোকের তৃষ্ণা-বন্ধন) এবং প্রতিঘ (ক্রোধ) এই দুই প্রকার রিপুর বন্ধন একেবারে বিচ্ছিন্ন হইল, কিন্তু আর ও পাঁচ প্রকার সংযোজন বা বন্ধন রহিল। এখানেও মার্গ-জ্ঞানে দুইটি বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের চারি আর্য্যসত্য-দর্শন ও নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার হইল। ফলজ্ঞানেও তদ্রূপ। তাহার পর, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় বিদর্শন-ভাবনা করিতে করিতে পরিশেষে

অর্হত্ব-মার্গজ্ঞান ও ফলজ্ঞান লাভ করিলেন। এখানে মার্গ-জ্ঞানে তাঁহাদের উক্ত পাঁচ প্রকার সংযোজন (বন্ধন) যথা—রূপ-রাগ ও অরূপ-রাগ (রূপলোক ও অরূপ লোকের তৃষ্ণা), মান, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা, এই সব বন্ধন একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, আর একটিও রহিল না। ফলজ্ঞানেও চারি আর্য্য সত্য-দর্শন ও নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার হইল। ইহার পর প্রত্যবেক্ষণ-জ্ঞান ও শান্তি-সুখ উপলব্ধি হইল। এই অর্হত্ব-মার্গ জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা সকলেই অর্হৎ হইলেন। তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম নাই। আয়ুশেষ হইলে তাঁহারা প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হন অর্থাৎ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। নির্ব্বাণের 'রূপ' বর্ণনা করা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তবে নাকি এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, "নির্ব্বাণ পরম সুখ—চির শান্তি।"

পাঠকগণ এখন নিজে নিজেও তাহা তুলনা করিয়া নিতে পারেন। তীর্থযাত্রিদের প্রথমতঃ সেই ছোট রাস্তায় একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে দশটা লাইট বা আলো তুল্য নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী যোগাচারী পুরুষদের লৌকিক বিদর্শন-মার্গেও একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে দশ প্রকার বিদর্শন-জ্ঞান, যথা—সংমর্শন-জ্ঞান, উদয়-ব্যয়-জ্ঞান, ভঙ্গজ্ঞান, ভয়-জ্ঞান, আদীনব-জ্ঞান, নির্ব্বেদ জ্ঞান, মুমুক্ষা-জ্ঞান, প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান ও অনুলোম-জ্ঞান।

তৎপরে সেতুর উপরে সেই "সার্চলাইট" তুল্য "গোত্রভূ জ্ঞান।" এই গোত্রভূজ্ঞানটী লৌকিক্ ও লোকোত্তর জ্ঞান-মার্গের মধ্যস্থলেই আছে। তথাপি বিদর্শন-ভাবনার স্রোতে পড়ায় তাহাও বিদর্শন-জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া 'গ্রন্থে' উক্ত আছে। তাহার পর, যাত্রিগণের মহাতীর্থগামী বড় রাস্তায় চারিটি "প্রভাঙ্কর" ও চারিটি "জ্যোতিষ্কর" তুল্য মহানির্ব্বাণগামী আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গেও চারিটি মার্গজ্ঞান ও চারিটি ফলজ্ঞান। তথাকার "শান্তি-কুটির' সদৃশ এখানকার প্রত্যবেক্ষণ-জ্ঞান ও শান্তি সুখ উপলব্ধি। তথাকার চারিটি আশ্চর্য্য দৃশ্য তুল্য এখানকার চারি আর্য্য সত্য দ্রষ্টব্য। পুনঃ সেই

বড়রাস্তার 'রূপ' বর্ণনায় সপ্তত্রিংশতি বিবিধ কুসুমবনতুল্য সপ্তত্রিংশবিধ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম। আর সেই বেদী তুল্য এখানে শীল, স্তম্ভতুল্য সমাধি-চিত্ত ও তদুপরি 'আলো' সদৃশ মার্গ-জ্ঞান ও ফলজ্ঞান দ্রষ্টব্য। তৎপরে আরও তুলনা করুন, সেইখানে শীতল জলকুণ্ড সদৃশ এখানে লোকোত্তর ফল-জ্ঞান, এইরূপ জ্ঞান-সলিলে স্নান করিলেই হিংসা-বিদ্বেষাদি পাপতাপ দূরীভূত হয় এবং দেহ-প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। তথাকার যজ্ঞকুণ্ড তুল্য এখানকার লোকোত্তর মার্গজ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান-কুণ্ডে তৃষ্ণাদি ক্লেশরূপ ঘৃতদ্বারা আহুতি প্রদান করিলে, অর্থাৎ মার্গ-জ্ঞানে তৃষ্ণাদি ক্লেশ-মল পরিত্যক্ত হইলে —"আহুণেয়্যো", "পাহুণেয়্যো" হইতে পারেন। তাহার পর, 'দক্ষিণা', ইহার অর্থও দান বা ত্যাগ, লোভ-দ্বেষ-মোহাদি ক্লেশ-মল পরিত্যাগ করিলে—"দক্খিণেয়্যো" হইতে পারেন। চতুর্মার্গস্থ চারি জন ও চতুর্ ফলস্থ চারি জন, এই আট জন পুদ্গলই (আর্য্য পুরুষই) ভগবান বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ। এই শ্রাবকসঙ্ঘ—"আহুণেয়্যো, পাহুণেয়্যো, দক্খিণেয়্যো অঞ্জলী করণীয়ো, অনুত্তরং, পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্স". অর্থাৎ এই আর্য্য শ্রাবকসঙ্ঘ দানের উপযুক্ত পাত্র, নমস্কারের যোগ্য পাত্র এবং পুণ্যাকাঙ্ক্ষী লোকের পুণ্যবীজ রোপন করিবার শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

উপরে যেই সুদক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উল্লেখ আছে, তথায় "ব্রাহ্মণ" শব্দের অর্থ—'বাহিত পাপো'তি ব্রাহ্মণো", অর্থাৎ যাঁহার রাগ-দ্বেষ-মোহাদি পাপ সমূহ বিনষ্ট হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ যিনি অরহৎ তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

আরও একটি বিষয় এই লোকোত্তর মার্গ-চিত্ত একটা ও চিত্তসহ-জাত জ্ঞানও একটা, আর ফল-চিত্ত তিনটা, তদনুযায়ী ফল-জ্ঞানও তিনটা। এই কারণে সেই বড় রাস্তার এক স্তম্ভোপরি একটি "প্রভাঙ্কর" ইহা মার্গ-জ্ঞানের সহিত তুলনীয় এবং অন্য এক স্তম্ভোপরি একত্রে তিনটি

"জ্যোতিষ্কর" ইহা ফল-জ্ঞানের সহিত তুলনীয়। যাহা হউক, বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় গুলির তুলনা কার্য্য শেষ করা হইল। এই নিয়মে অবশিষ্ট বিষয় গুলিরও তুলনা করিতে বোধ হয় কাহারও তেমন কষ্টকর হইবে না।

পরিশেষে, যাঁহারা নির্ব্বাণকামী ও নির্ব্বাণ-মার্গের সন্ধানে আছেন, তাঁহারা ভগবান বুদ্ধ-প্রদর্শিত এই উত্তম ও সোজা পথে আসিলে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবেন। যাঁহারা বিপথে যাইয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও অর্থাৎ সকলেই এই সুপথে আসুন। যাঁহারা এই সুপথের পথিক হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে একজন উপযুক্ত পথ-প্রদর্শকের বিশেষ দরকার। ভাল পথ-প্রদর্শকের সহায়তায় তাঁহারা এই আর্য্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ দিয়া যাইতে যাইতে তথাকার অমৃত ফল ভক্ষণ, শান্তিরস পান ও অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করতঃ জীবন-রবির অবসানে **'মহানির্ব্বাণে'** প্রবেশ করিয়া তথায় 'পরমসুখে' সুখী হইতে পারিবেন।

শুভমস্তু

—সমাপ্ত—

বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ

শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির সঙ্কলিত ও অনূদিত—

১। প্রজ্ঞা-ভাবনা (বিদর্শন ভাবনা প্রণালী) মূল্য—॥০

২। ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ—(অনুবাদ সহ) মূল্য—॥০

৩। ধর্ম্ম-সুধা—(অনুবাদ সহ) মূল্য—॥০

৪। কচ্চায়ন ব্যাকরণ (অনুবাদ সহ) মূল্য—১॥০

৫। বালাবতার ব্যাকরণ (অনুবাদ সহ) মূল্য—১৲

৬। পদমালা ব্যাকরণ (পালি প্রথম শিক্ষার্থীদের পাঠ্য)
মূল্য—॥০

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির সঙ্কলিত ও অনূদিত—

৭। বুদ্ধের অভিযান (বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচারের বিস্তৃত কাহিনী)
মূল্য—১৸০

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীপ্রিয়দর্শী ভিক্ষু

সদ্ধর্ম্মালঙ্কার বিহার

কর্ত্তালা

পোঃ অঃ বুধপারা, চট্টগ্রাম,

(পূর্ব্ব পাকিস্থান)

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA
南無阿彌陀佛

【孟加拉文：DHARMA SUDHA, 佛法課誦本】

財團法人佛陀教育基金會 印贈

台北市杭州南路一段五十五號十一樓

Printed and donated for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website:http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan

3,500 copies; April 2014

BA026-12196